কবিতা-কল্প-লতিকা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত

প্রণীত।

"'Tis a sad complaint and almost true
Whatever we write, can bring forth nothing new."

Cowper.

কলিকাতা

৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

রাজকীয় যন্ত্রে শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

১২৮৬।

উপহার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দত্ত
মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু

মহাশয়!

আপনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখনই আমার রচিত কবিতাগুলি দেখিতেন, তখনই পরম আহ্লাদ সহকারে বারম্বার পাঠপূর্ব্বক সসন্তোষে কহিতেন, "এ কবিতাগুলি তোমার নয়, এ গুলি আমারই রচিত; আমি যখনই ইহা পাঠ করি, তখনই বোধ হয় যেন, তুমি আমারই হৃদয়ের গূঢ়তম ভাব সকল এই রচনা গুলিতে প্রকাশ করিয়াছ।" মহাশয়ের এইরূপ স্নেহপূর্ণ উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ঐ সকল কবিতা গুলিকে একত্র করতঃ 'কবিতা-কল্প-লতিকা' নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রাঙ্কন করিয়া আপনার কর কমলে উৎসর্গ করিলাম। সানুগ্রহে গ্রহণ পূর্ব্বক চরিতার্থ করিবেন।

ভবদীয় স্নেহভাজন
শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত।

পরম ক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্ত
কল্যাণবরেষু

প্রিয়তম রাজকৃষ্ণ!

আমি তোমার প্রণীত কবিতা-কল্প-লতিকার কএকটী বিষয় পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই পুস্তক খানি তোমার পূর্ব্বপ্রণীত দ্রৌপদী হরণ ও অরুন্ধতী অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সরস্বতী-স্তোত্র প্রভৃতি কএকটী বিষয় এরূপ সুন্দর হইয়াছে যে পাঠ করিলে প্রসিদ্ধ কবি লেখনী নিঃসৃত বলিয়া বোধ হয়। পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাবার্থ অপরিস্ফুট হইলেও আশা করি পাঠকবর্গ দোষ ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণ ভাগ গ্রহণ করিবেন কিমধিকমিতি।

৫ শ্রাবণ ১২৮৬।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মণঃ
কলিকাতা, হিন্দুস্কুল।

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্ত

কল্যাণবর!

আমি আপনকার অভিনব গ্রথিত কবিতা-কল্প-লতিকা নাম নবকাব্য খানি সাদর ভরে প্রাপ্ত হইলাম, ও বিবিধ ছন্দ-বন্ধে লিখিত তদীয় প্রবন্ধগুলি সকৌতুকে পাঠ করিলাম। কবিতার বর্ণনীয় বস্তু সকলি লোক প্রসিদ্ধ বটে, এবং রচনার সৌকুমার্য্য ও রসভাবের সৌন্দর্য্য বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু—"নহি গুণং দোষৈর্বিনা দৃশ্যতে।"

"Whoe'er expects a faultless piece to see
Expects what ne'er was, nor ever shall be."

স্থানে স্থানে যেমন অর্থব্যক্তি, উদারতা ও রসভাবের পরিস্ফুটতা প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি কোথায় কোথায় শব্দ-বৈষম্য, দূরান্বয় ও অস্ফুট ভাবার্থতাও দৃষ্টচর হইতেছে। সে সমস্ত নির্বাচন নিষ্প্রয়োজন ও লিপিবাহুল্যমাত্র। ফলতঃ "কবিতারস মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি—" কবিই কাব্যরসমাধুরী জানেন, এবং রসিক ভাবুক জনেই রসাল রস আস্বাদন করেন; তর্ক বিতর্কের কঠোর কুঠারাভিঘাতে তাহা নিঃসরণ হয় না; অতএব অরসিকে রস নিবেদন করিবে না। বস্তুতঃ রচনাগত কিঞ্চিন্নিগূঢ়তা কবিতার গুণ ভিন্ন দোষ গণ্য হইতে পারে না। আয়াস সাধ্য পদার্থে লোকের যাদৃশ আস্থা প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, অনায়াস লব্ধ পদার্থের তাদৃশ যত্ন ও স্থায়িত্ব হয় না। অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা
২৬ শ্রাবণ ১২৮৬

আসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত
শ্রীপ্রেমচন্দ্র চতুর্ধূরিণঃ।

।নাবিধ কাব্যরসজ্ঞ কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্তমহাশয়

দীর্ঘজীবেষু—

মহাশয় আপনার,

সুললিত কবিতার,

শুনি রস এ মানস হয়েছে সরস।

উচিত বর্ণিতে নারে ভাবেতে অবশ।

অন্তরে যাহা উদিল,

ত্বরা তাই প্রকাশিল,

হেন কাব্য রস নব্য না হয় শ্রবণ !

ভাসিবে ভারত ভাবে হয়ে নিগমন !

পূর্ব্বতন গ্রন্থকার,

বিহনে এবে আন্ধার,

হয়েছিল এ ভারত বলে যত জন ;

নব্য আর কবিতার কোথা আস্বাদন !

এখন জানুন তারা,

কেমন সুধার ধারা,

'কবিতা-কল্প-লতিকা' কি ভাবে লিখন !

নব কবি নব ছবি আঁকিছে কেমন !

কলিকাতা
২ ভাদ্র ১২৮৬

শুভার্থি
শ্রীরাজকুমার ন্যায়রত্নস্য

সূচিপত্র।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	চতুর্দ্দশ	দশযুগ
৩	১৫	আস্তম্ব	আপস্তম্ব
ঐ	ঐ	সম্বর্ত্ত অত্রি	সম্বর্ত্তাত্রি
৪	২	আশীষে	আশিষে
৪	১২	কহিয়ে	কহি এ
৬	৮	ভারবী	ভারবি
১৩	১৬	ভুত-লতলে	ভূতল-তলে
২২	১	সুন্দরী	সুন্দর
২৫	১২	চ্যুত	চূত
৩৮	৬	সুন্দরি	সুন্দরী
৪৯	১	সেজেছে	সেজেছ
৫৬	৮	মূরতি-মতি	মূরতি-মতী
৫৮	৪	শাস্ত্রে, শাস্ত্রে	শাস্ত্রে শস্ত্রে
৬৮	২	অবসিল	অবশিল
৭৯	৮	পল্লল্লে	পল্লবে
৮৯	২	যায়	ঘায়
৯৯	১৩	গঁথিব	গাঁথিব
১১৫	৯	স্বরে	শরে
১২৩	৪	পদে	পদে

কবিতা-কল্প-লতিকা।

সরস্বতী-স্তোত্র।

(১)

কোথা গো, মা, বীণাপাণি, সরস্বতি !
আপনার পদে করি এ মিনতি,
বারেক এ দীনে দয়া কর, সতি !
তব পাদপদ্মে, সহস্র প্রণাম।
পূর্ব্বেতে যে ছিল, চোর রত্নাকর,
এবে সে বাল্মীকি,—কাব্য রত্নাকর,
তোমার প্রসাদে হইল অমর,
রচিয়া গো, গ্রন্থ রামায়ণ, নাম।

(২)

কেহ বলে পুরাকালে পদ্মাসন,
ঋক্, যজু, সাম বেদ প্রকরণ,

ছন্দ, মন্ত্র, সূত্র, গায়িত্রী, ব্রাহ্মণ,
গান করে আদি-কবি তব বরে।
কেহ বলে বেদ আছিল সাগরে,
তুলিলেন বিষ্ণু, মৎস্য-রূপ ধরে,
সাদরে সঁপিলা, স্বয়ম্ভূর করে,
অমর ভুবনে, ব্রহ্মা পাঠ করে।

(৩)

পরে জন্মিলেন, ঋষি দ্বৈপায়ন,
মর্ত্ত্যলোকে, বেদ, করি আনয়ন,
বেদ-ব্যাস নাম, করিয়া গ্রহণ,
চারি ভাগে, বেদ বিভাগ করিল।
ভারতে বিখ্যাত—শ্রীমহাভারত,
অষ্টাদশ পুরাণাদি ভাগবত,
তব পদ-দ্বয়, ধ্যানি অবিরত,
অবহেলে, ব্যাস সকলি রচিল।

(৪)

জৈমিনি, মীমাংসা পূর্ব্ব মীমাংসিল,
সাংখ্য-দরশন কহিল কপিল,

পতঞ্জলি, ভাষ্য-দর্শন ভাষিল,
কৃপাময়ি, মা, গো তোমার কৃপায়!
তব বরে, দেব-গুরু বৃহস্পতি ;
শুক্রেরে বরিল দৈত্য-কুল-পতি ;
বার্ত্তিক বৃত্তিতে কাত্যায়ন মতি ;
বৈশেষিক মত কনদ শিখায়।

(৫)

মনু আদি, চতুর্দ্দশ ঋষিগণ,
তব পদযুগ, করিয়া চিন্তন,
রচিয়াছে, হিন্দু-শাস্ত্র-প্রকরণ,
সনাতন-ধর্ম্ম শিখাবার তরে।
কুল-পুরোহিত বশিষ্ট ব্রাহ্মণ,
তত্ত্বজ্ঞান, যোগ কথা অগণন,
শিখাইল রামে করিয়া যতন,
সে কেবল, মাতঃ! তোমারি বরে।

(৬)

আস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, অত্রি, কাত্যায়ন,
পরাশর, যাজ্ঞবল্ক, সুদর্শন,

হারিত, অঙ্গিরা আদি বুধগণ,
তোমার আশীষে, স্মৃতি, নীতি লিখে
বিষ্ণু, শুকদেব আদি বিজ্ঞজন,
কত শত গ্রন্থ, করিল রচন;
তোমার প্রসাদে, যত বৌদ্ধগণ,
গোতমের মুখে, ন্যায়-শাস্ত্র শিখে।

(৭)

পূর্ব্বেতে, পাণিনি লিখি, ব্যাকরণ,
দেব-ভাষা, সূত্রে করিল বন্ধন;
তোমারে অন্তরে, করিয়া চিন্তন,
বোপদেব, দেয় মুগ্ধবোধে বোধ।
কহিবারে কথা, ভাসয়ে অক্ষিণী,
কেমনে বা হায়, কহিয়ে কাহিণী;
কোথায় মাহেশ! কোথা বা পাণিনি!!
আশুবোধে লোক, লভে আশুবোধ!!!

(৮)

শেষ-শির হতে, তুলি মহীতলে,
স্থাপিলা, ভুগোল গগন-মণ্ডলে,

তব বরে, নিত্য, উদয়াস্তাচলে,
ফিরায় ভাস্করে, ভাস্কর ব্রাহ্মণ।
আহা লীলাবতী, ভারত-ললনা,—
ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজ করিল গণনা,
ভারতে, যাহার না হয় তুলনা,
নারী, কি বা, নর সহিত কখন।

(৯)

ছিল, কালিদাস মূঢ়ের প্রধান,
করিলে গো! তারে কবির প্রধান,
আপনি, তাহারে দিলেন সন্ধান,
কবিতা-কুসুম আছয়ে, যেখানে।
তবাদেশে তথা, করিয়া গমন,
কবিতা-কুসুম করিল চয়ন,
শেষে স্রজ গাঁথি করিলা অর্পণ,
পূজিতে তোমারে, তোমার চরণে।

(১০)

শকুন্তলা-রূপে, মোহিল ভুবন,
রঘুবংশ-কীর্ত্তি করিল কীর্ত্তন,

পুরুরবা সনে উর্ব্বশী মিলন,
গাহিল উমার কুমার সম্ভব।
মালবিকা-অগ্নিমিত্র, নলোদয়,
লিখে মেঘদূত, বর্ণে ঋতুছয়,
তব বরে, তার তুলনা না হয়,
স্বদেশে, বিদেশে সমান গৌরব!

(১১)

তব পদ-দ্বয় ভাবিয়া, গো, দেবি!
কিরাতার্জ্জুনীয় রচিল ভারবী;
শিশুপালবধ রচি, মাঘ কবি,
কাব্যকার মাঝে হইল প্রধান।
কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষরাজন,
নৈষধাদি লিখে করিয়া যতন;
চিন্তিয়া অন্তরে তোমার চরণ,
শ্রীমহানাটক রচে হনুমান।

(১২)

পুরাকালে ছিল, বিক্রম নৃপতি,
নব বুধগণে লইয়া সংহতি,

ও রাঙ্গা চরণে করিয়া প্রণতি,
স্থাপিল ভারতে সুকীর্ত্তির থাম।
হলায়ুধ, বিশ্ব, অমর, যাদব,
রচে অভিধান, আর কত সব,
ভট্টনারায়ণ গাহিল রাঘব-
গুণ, তব পদে করিয়া প্রণাম।

(১৩)

মালতী-মাধব, উত্তর চরিত,
রঘু-কুল-বীর রাঘবের গীত,
ভাসি বীর-রসে গাহিল, পণ্ডিত
কবি ভবভূতি, অভিনয় ছলে।
তব বরে চন্দ্রালোক অলঙ্কার,
ভনে, জয়দেব নিকুঞ্জ-বিহার,
শুনিয়া যাহার বীণার ঝঙ্কার,
নাচে, রাধা শ্যাম তমালের তলে।

(১৪)

গন্ধর্ব্ব-পতির পুত্রী কাদম্বরী,
লিখিতে তাহার রূপের মাধুরী,

তোমার চরণ অন্তরেতে স্মরি,
লিখে, বানভট্ট লেখনী ধরিয়ে
দিতে নৃপ-সুতে হিত উপদেশ,
তব পাদ-পদ্ম করিয়া উদ্দেশ,
কহে বিষ্ণুশর্ম্মা, হিত উপদেশ,
ভূচর, খেচর, জলচর লয়ে।

(১৫)

শিখালে যেরূপ পূর্ব্ব কবিগণে,
যদি না সে রূপ, শিখাও এ জনে,
তবে তব স্তব করিব কেমনে ? —
মূঢ়জন তুমি, আমারে করিলে !
শুন বাক্‌দেবি, অমৃতভাষিণি !
বাক্য-জলে তব পূজি, পা দুখানি,
ভারত-নিবাসী করয়ে যেমনি,
জাহ্নবীর পূজা, জাহ্নবী–সলিলে।

ব্রজ-নায়ক।

(১)

হা রাধে, হা রাধে, বলি, সুমধুর স্বরে
যমুনা-পুলিনে, বসি তমালের তলে,
কে তুমি আরাধ কারে, বেণুর নিস্বনে,
নটবর-বর-বেশে বনমালা গলে ?

(২)

হেরিলে তোমারে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
রাধা নামে, আছে কোন রমণী-রতন,
তার প্রেম-ডোরে, বুঝি, পড়িয়াছ বাঁধা,
নবীন বয়সে, ওগো, প্রেমিক সুজন !

(৩)

কিম্বা, সেই সীমন্তিনী-সুদর্শন-আশে,
একাকী ভ্রমিছ আজি, যমুনার কূলে ;
না হেরে তাহারে, কভু বাজাইছ বাঁশী ;
বিরসে বসিছ, কভু নীপবর-মূলে।

(৪)

কিম্বা, তার অদর্শনে, কর অন্বেষণ,
পুলিনে, প্রান্তরে, নগে, নগরে, কন্দরে ;
বৈদেহী-বিরহে যথা ভানু-কুল-ভানু
ভ্রমিলা, ভাবিনী নাম স্মরি, সকাতরে।

(৫)

আবার, হেরিলে তোমা কত নব ভাব,
তরঙ্গের ন্যায়, উঠে, চিন্তার সাগরে,
হইবে রাখাল, তুমি, রসিক রমণ!
ধবলী ধাইছে, তাই, অদূরে, অন্তরে।

(৬)

শিখি-পুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত-ধড়া বাঁধা,
কি শোভা শ্যামল-হৃদে, কৌস্তুভ রতন।
কে তুমি রাখাল বেশে? কেবা তব রাধা?—
যার নাম স্মরি কর গোধন চারণ।

(৭)

চিনেছি, চিনেছি, ওহে! তুমি বংশীধারী,
যশোদা-অঞ্চল-নিধি,—নন্দের নন্দন ;

পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, এই ব্রজ-পুরে,
মজালে গোপিনী-কুলে, মদনমোহন !

(৮)

তব প্রেমে বাঁধা রাধা, ব্রকভানু-বালা,
অসতী ;—পতির প্রেমে দিয়া জলাঞ্জলি,
কালিন্দীর কূলে, সদা, আসে কামাতুরা,
যবে, ও অধরে বাজে, মধুর মুরলী।

(৯)

চিনেছি, তোমারে ওহে, লম্পট-প্রধান !
তুমিই সে শ্যাম, আজি ভারত-আসরে,
যাহার প্রেমের গীত গাইছে সকলে—
নর,—নারায়ণ ভাবে প্রতি ঘরে ঘরে।

(১০)

হয়েছে মানসে ভাসি, আদি-রস-হ্রদে,
গাহিব, সত্বরে প্রেম-কীর্ত্তন তোমার ;
কিন্তু, এ ভাবনা বড় বাড়িছে হৃদয়ে,
কেমনে, হইব পার না জানি সাঁতার !

—

অভিসম্পাত।

(সংস্কৃত হইতে।)

(১)

একদা দুর্ব্বাসা ঋষি, রুদ্র-অবতার

ভ্রমিতে ভুবনে,

হেরিল নয়নে,

বিদ্যাধরী করে,

বনামোদ করে,

দোলে সন্তানক মালা সুশোভিনী।

যাচিল, উন্মত্ত মুনি, স্রজ সুসেবিত,

নমি দ্বিজবরে,

সঁপিলা সাদরে,

সুবাসিত মালা,

বিদ্যাধর-বালা,

শিরে রাখি স্রজ, ভ্রমিলা মেদিনী।

(২)

তবে কতক্ষণে মুনি করিল দর্শন,

সেই পথভিতে,

আসে আচম্বিতে,—
সহ দেবগণ,
নমুচি-সূদন,
ঐরাবত করী করি আরোহণ।
মাথা হতে মালা, মুনি, মহেন্দ্রে সঁপিল
মালা ছড়া ধরি,
গজ-শিরোপরি,
বাসব রাখিতে,
লাগিল শোভিতে,
কৈলাস-শিখরে, জাহ্নবী যেমন!

(৩)

মাতিল মাতঙ্গ, মদ-বারি-নিঃসরণে,
কুসুম-সুগন্ধে
মাতি, মদ অন্ধে,
করী কর দিয়া,
মালাটী ধরিয়া,
ছিঁড়িয়া ফেলিল, ভুত-লতলে।

সক্রোধে বাসবে, ঋষি, রুষিয়া কহিল ;—
"ওরে দুরাত্মন !
মোর দত্ত ধন,—
স্রজ শ্রিয়ধাম,
না করি প্রণাম,
ধনের গরবে না পর গলে ?—
(৪)
আমার প্রসাদ-মাল্য করি অবহেলা,
যেহেতু এখন,
না কৈলা গ্রহণ ;
আমার শাপেতে,
এই মুহূর্ত্তেতে,
তোর ত্রিভুবন, শ্রীহীন হবে !!
সামান্য ব্রাহ্মণ সম ভাব মোরে মনে ?
জান নাই অরে,
যার ক্রোধ ভরে,
এই চরাচর,
কাঁপে থর থর,
তার অপমান্ করিস্ গরবে ?"

(৫)

তবে, হস্তি হতে ইন্দ্র নামি ভূমিতলে
যুড়ি দুই কর,
নমি দেব-বর,
ঋষিরে তখন
করে প্রসাদন।
নিষ্পাপ দুর্ব্বাসা কহিল আবার।—
"কৃপালু-হৃদয় নহি, নাহি হৃদে ক্ষমা ;
অন্যের সমান,
নহি ক্ষমাবান
দুর্ব্বাসা আমার
নাম, দুরাচার !
ক্ষমা না করাই মোর বল সার !

(৬)

গর্ব্ব বাড়ায়েছে তোর গোতমাদি মুনি,
বশিষ্ঠাদি যত,—
দ্বিজ দয়াব্রত,

করে তোর স্তব,
তাই রে বাসব!
দর্পে, আজি মোরে, কর অপমান!
এই জটা-ভার, মুখ ভ্রুকুটী কুটীল,
হেরিয়া নয়নে,
এই ত্রিভুবনে,
কাহার হৃদয়,
না হয় সভয়,
না ক্ষমিব, বৃথা, বক মঘবান!

(৭)

কি ফল বিফল বার বার অনুনয়ে!—"
এতেক কহিয়া,
ক্রোধ-কম্প-হিয়া,
ইন্দ্রে দিয়া শাপ,
দুর্ব্বাসা নিষ্পাপ,
আবার ভ্রমিতে চলে চরাচরে।
পরে ইন্দ্র, ঐরাবণ করি আরোহণ,
বিষাদ বদনে,
দেবগণ সনে,

অমর-ভুবন,

করিল গমন।

ভারত-কমলা ডুবিল সাগরে !!!

দরশন।

(১)

শোভে যবে, সরোজিনী, স্বচ্ছ সরোবরে,

হেরিতে প্রিয়ারে, যথা, উদে, গো, তপন।

তেমতি, শোভিলে তুমি, নিজ-গেহোপরে,

সুন্দরি, তোমারে করিতাম দরশন।

(২)

যবে আমি দাঁড়াতেম, বাতায়ন-ধারে,

মলয়-মরুতে, সুখে, করিতে সেবন,

সেকালে, সুন্দরি! তুমি আপন দুয়ারে,

হাসিয়া, হাসিয়া আসি, দিতে দরশন।

(৩)

মরি, কি মধুর হাসি, শোভে সে অধরে,—

তাম্বুল-সুরাগে, যাহা হইল রঞ্জন!

সেরূপ, রূপ-মাধুরি জগত ভিতরে,
কার না বাসনা রে করিতে দরশন ?

(৪)

অবাক হইয়া, যথা, অবোধ বালক
নিশিতে, অম্বরে, হেরে, তারা অগণন,
আনন্দে অজ্ঞান হই, না পড়ে পলক,
যে কালে, যুবতি ! তব পাই দরশন।

(৫)

তপন-তাপেতে; যবে, তাপিতা মেদিনী
নিদাঘে ; গবাক্ষে, অক্ষি করিয়া অর্পণ,
কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, হে বরবর্ণিণি !
আশা করিতাম, পাব তব দরশন।

(৬)

পরিয়া সিন্দুর শিরে, বান্ধিয়া কবরী,
কুরঙ্গনয়নি ! দিয়া নয়নে অঞ্জন,
মোহিনীর বেশে, যবে, সাজিতে সুন্দরি !
ভাসিতাম সুখ-নীরে, করি দরশন।

(৭)

রঙ্গে সঙ্গিনীর, যবে, গলদেশ ধরি,
মৃণাল-সদৃশ-ভুজ করি উত্তোলন,
নিশা-নাথে নিরখিবে, হেন ছল করি,
মোর প্রতি, যুবতি ! করিতে দরশন।

(৮)

আমিও শশাঙ্ক প্রতি, শির উত্তোলিয়া
প্রতি পলে হেরিতাম, তোমার বদন,
হে বিধুবদনে ! তোমা বারেক হেরিয়া,
কে কোথা, কলঙ্কী চাঁদে করে দরশন ?

(৯)

ভাবিতে ভাবনা তব, দিবা হয় লয়,
হুতাশে নিশীথে, যদি, হয় বা শয়ন,
চমকি, চমকি নিদ্রা প্রবোধন হয়,
স্বপনে ও স্বর্ণ-কান্তি করি দরশন।

(১০)

আনন্দ-সাগরে, মন দেয় সন্তরণ,
বারেক হেরিলে, তব হিমাংশু বদন,

হায় রে, উল্লাসে যথা, চাতকের মন,
　গগনে, করিলে নব ঘনে, দরশন ।

(১১)

লিখেছি তোমার রূপ, মম হৃদি পটে,
　তিলেক না হেরে, হয় মন উচাটন ।
আবার তোমারে, কিন্তু, হেরিলে নিকটে,
　লাজে আঁখি ভরি, নাহি করি দরশন ।

(১২)

হায় রে, লাজেরে বিধি, এ ভব-মণ্ডলে,
　প্রেমের ব্যাঘাত করি, করিল সৃজন !
লাজের মাথায়, বাজ পড়ুক, না হলে,
　বৃথা প্রেম ! বৃথা আশা !! বৃথা দরশন !!!

গোলাপ।

(১)

সুগন্ধ-ঈশ্বরি, গোলাপ সুন্দরি!
মুকুলিত দলে, হও সুশোভন;
বিগত শিশির, গত হিম-বায়ু,
বহিছে গগনে, মলয়-পবন।

(২)

মঞ্জরিল আম্র, গুঞ্জরে ভ্রমর,
কুহরে কোকিল, শাখায়, শাখায়,
বিকাশে কুসুম—উপবন-শোভা,
আবার, বসন্ত আইল ধরায়।

(৩)

ছায়াবৃত বন,—শোভিত মুকুলে,
মোদিত প্রান্তর—হরিতে আবরি,
এবে, তব শোভা বিকাশ ত্বরায়,
সুগন্ধ-ঈশ্বরি, গোলাপ সুন্দরি!

(৪)

সুন্দরা কুসুম, আদরের ধন !
সে সুন্দরী, তোমা তুলিলে এখনি ;
শোভিবে সে করে, কিম্বা, সে কুন্তলে,
আদরে তোমারে, ধরিবে যখনি !

(৫)

আহা, কিবা শোভা হইবে গো, তব
সুগন্ধি কুসুম ! সে চারু-চিকুরে ;
আহা, কি শোভিবে সে মুখ সরোজ,
বিম্বিত, যা' মোর মানস-মুকুরে ।

(৬)

সাজিছে প্রকৃতি, মধু-আগমনে,
ফুটিল, যতেক ফুল-কুলেশ্বরী ।
তবে কেন কর বিলম্ব ফুটিতে ?
সুগন্ধ-ঈশ্বরি, গোলাপ সুন্দরি !

(৭)

মরি, কি মাধুরি প্রসূন তোমার,
ফুটিলে, সৌরভে পূরিবে জগত !

কিন্তু, হায়, তব মধুর লাবণ্য,
একদিন গতে, হইবে বিগত।

(৮)

হায় রে, তেমতি, যুবতী-যৌবন,
পাবে কালে, রোগে, জ্বরায়, বিরাম!
নহে, কেহ চিরস্থায়ী চরাচরে,
সীতা, শকুন্তলা, স্বধু আছে নাম!

(৯)

গ্রাসে কাল-রাহু, সুধাংশু-বদন,
যৌবন-গরিমা, ত্যজ লো সুন্দরি!
শিখাও এ নীতি, রমণী মণ্ডলে,
সুগন্ধ-ঈশ্বরি, গোলাপ সুন্দরি!

আম্রের প্রতি অলি।

(১)

ধিক রে রসাল! তোরে শত ধিক!

কেই বা আপন,

পর কোন জন,

এই বোধ, তোর শরীরে নাহিক।

(২)

যে দিন, মুকুল মঞ্জরিল তোর,

সে দিন অবধি,

থাকি নিরবধি,

সেবা করি আমি, তলে বসি তোর।

(৩)

তোমার নিকটে, থাকি নিরন্তর,

হল না কখন,

আমার গমন,

এ জনমে, আর. তোমার ভিতর।

(৪)

কিন্তু, কীট, যারা বিষম বিকট,
তোমারে কখন,
করে না দর্শন,
সহসা আসিয়া তোমার নিকট ;

(৫)

পশিয়া ভিতরে, খাইছে সদাই,
রস সুধাময়,
রসাল ! হৃদয়,
তোমার চরিতে বলিহারি যাই !

(৬)

বল রে রসাল ! যথা কথা বল,
হেন ব্যবহার,
নিকটে কাহার,
শিখিয়াছ তুমি, স্বাদু চ্যুত ফল !

(৭)

হবে বুঝি, কোন রমণী রতন,
যতনে তোমায়,

এ রীতি শিখায়,—
না সঁপিও প্রাণ মাগে যেই জন।

(৮)

কোথায় সে নারী, নারী-কুল ছার ?
আইলে হেথায়,
কহিব তাহায়,
হে সুন্দরি ! তব একি ব্যবহার।

(৯)

যে আশে মানসে তোমার প্রণয়,
ছিল জ্ঞান যার,
হবে তুমি তার,
যে বাসিল ভাল শৈশব সময় ;

(১০)

তাহার ভাবনা, নাহি, ভাবি মনে,
জীবন যৌবন,
করিলে অর্পণ,
পরিচিতা, কভু নহ যার সনে।

(১১)

তব প্রেমে, তার এই পরিণাম,—
তোমার বিরহে,
সদা হৃদি দহে,
দু-নয়নে ধারা বহে অবিরাম।

(১২)

অনায়াসে, তার প্রেমে দিয়া ছাই,
নব অনুরাগে,
রহিলে সোহাগে,
রমণি-চরিতে বলিহারি যাই !!

(১৩)

ধিক্ রে রমণি ! শত ধিক্ তোরে।
মজালি যেমন,
একেরে, তেমন,
শিখাও রসালে মজাইতে মোরে ?

(১৪)

কে বলে, সরল অবলার মন,
বাহিরে সরল,

অন্তরেতে খল,
বিষ-কুম্ভ-মুখে পয়স যেমন।

(১৫)

কে পারে, কামিনি-চরিত কহিতে ?
জানে কিছু সেই,
মজিয়াছে যেই,
জনমে কখন কামিনি-পিরীতে।

(১৬)

যে বলে, নারীর অকপট মন,
তার সম আর,
জগত মাঝার,
কপটী মানব, না হেরি কখন।

(১৭)

জানিনু জগতে, কপটী সবাই,
সবার হৃদয়,
কপটতা ময়,
কপটি-চরিতে বলিহারি যাই !!!

"এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?"

[মাং ম, স্থ, দ।]

(১)

কেন রে গৃহীর দ্বারে, নউবত বাজিল?—
পুরবাসী যত আজি কি উৎসবে মাতিল?
ঝুলিছে আলোকাধার,
সুসজ্জিত সর্ব্বাগার,
গৃহস্থের দাস, দাসী নব-বাস পরিল।

(২)

বুঝি, এ ভবনে হবে, দেব, দেবী আরাধন।
কিম্বা কোন কামিনীর হল ব্রত উজ্জাপন।
তাই যত পুরবাসী,
উৎসবে হয়ে উল্লাসী,
সংগীত-আমোদে নিশি, সুখে করিবে যাপন।

(৩)

না, না, তাহা নয়, এ যে নহে পূজা ব্রতালয়।
বুঝি কোন প্রসূতির জন্মিল নব-তনয়।

মঙ্গল-বাজনা তাই,
বাজে মধুর শানাই,
নাদিছে ভৈরব-শঙ্খ, শুনে শিশু পায় ভয়।

(৪)

তাই বা কেমনে বলি জন্মিল নব-কুমার ?
হইবে বা আজি পরিণয় কোন অবলার !
তাই, সজ্জিত ভবন,
শশব্যস্ত সর্ব্বজন,
গোপগণে দধি, ক্ষীর বহিতেছে ভারে ভার

(৫)

(বন্ধুর প্রতি।)—
চল, চল, চল সখে ! করি প্রবেশ ভবন।
আজি বুঝি, হারালেম প্রেয়সী সুর-রতন !
সহসা, আমার মন,
কেন এত উচাটন,
ওই শুন উলু-ধ্বনি দিতেছে অঙ্গনাগণ !

(৬)

(গৃহ প্রবেশ করিয়া)—

হায় বিধি ! মোর ভালে এত দুঃখ লিখিল !
পত্নি-ভাবে, প্রিয়া মোর কার বামে বসিল।
হায়, এত দিন তরে,
আমার মানস-ঘরে,
জ্বলিত যে প্রেম-দীপ, আজি তাহা নিবিল !

(৭)

এতদিন যার ভাবী-প্রেম-আশে ছিল প্রাণ,
আজি, তার পিতা, তারে অপরে করিল দান।
যত আশা ছিল মনে,
সকলি রহিল মনে,
হা বিধি ! এ হেন দুখ রাখিতে কি আছে স্থান ?

(৮)

এত ভালবাসা ভুলি, একেবারে চলিলে ;
অভাগার দশা প্রিয়ে ! বারেক না ভাবিলে ?

নিশার স্বপন মত,
সব সুখ হলো হত,
শুকাইল প্রেম-সর, হা প্রিয়ে, কি করিলে !

(৯)

যতদিন, থাকে প্রাণ দহিব দুঃখানলে,
পতির সোহাগে, প্রিয়ে ! থাক তুমি কুশলে !
ত্যজিলে যদি দুঃখীরে,
ভাসায়ে নয়ন-নীরে,
হায় ! সে আঁখির জল কে মুছাবে অঞ্চলে ?

(১০)

প্রেয়সি রে ! তব তরে কত হৃদি দহিল !
জানিলে না—এই মনে বড় খেদ রহিল !
বিধাতা হইল বাম,
না পুরিল মনস্কাম,
হায়, প্রেমতরু-শাখে এই ফল ফলিল !

নন্দন-কানন।

অমৃত তরুতে, আলিঙ্গিয়া বেড়িয়াছে,
সুন্দরী মোহিনী-লতা, নন্দন-কাননে,
স্বভাব নিয়মে, যত বাড়ে তরু, লতা,
লতান বাড়েরে, তার, তত পাকে, পাকে।
বাড়ে যেন দিনে দিনে দম্পতী-প্রণয়!
হায়! কত দিন গতে, সেই লতা-বৃন্তে,
জন্মিল, মুকুল এক অতি চমৎকার!
কি কবে উপমা, কবি, কিবা উপমেয়,
এ জগতে?—পারিজাত—পরাজিত, যথা!
শোভে কি ইহার কাছে হায়! সে কুসুম,—
বিরাজে, বীরেশ-ভালে, রাজা সাজাইলে,
যতনে, কানন শোভা,-শত রণজয়ী?
বিধির বিধানে বিকসিল পর্ণদল;
যৌবনে যেমতি, বিকাশে বালিকা-বপু,
ক্রমশঃ, ক্রমশঃ। কিবা চমৎকার ফুল!
চুম্বি সে ফুলের গন্ধ, আপনি অনিল,

আনন্দে অমনি উঠি অম্বর প্রদেশে,
চলিল, হে কাদম্বিনি ! তব সনে যক্ষ-
দূতী তুমি। বহিল বিজনে, জনে, বনে,
পল্লীতে, নগরে, নগে, নীপ, নিম্ব-তলে ;
(ঘটক যেমনি, কন্যার সম্বন্ধ আশে,
ফিরে দেশে, দেশে,) আনন্দে সে গন্ধ, গন্ধ-
বহ আশুগতি,—মন্দগতি এবে, মরি,
বসন্তে যেমতি ; সৌরভে, পুরিল বিশ্ব !
সে সুগন্ধে মাতি, ধাইল মধুমক্ষিকা,
মকরন্দ লোভে লভিতে সে ফুল-মধু,
রচিবারে মধুচক্র, অতি সযতনে,
যতনে যা'হতে নর, পিবে সিঞ্চি সদা,
মধুর, মধুর-রস রসিয়া রসনা।
ধায় প্রজাপতি-পাল, নয়ন-রঞ্জন,
বিস্তারি বিমানে পাখা, বিবিধ-বরণ,
নীল, রক্ত, পীত আদি শোভে কত বর্ণ।
কে পারে বর্ণিতে তাহা বিনা চিত্রকরে ?
ধন্য সেই চিত্রকর, যিনি তুলি ধরি,

চিত্রিলেন চারু চিত্র, প্রজাপতি-পাখে!
আইল মধুপ-পাল, পঙ্গপাল যেন,
মাতি মধুলোভে, মধুলোভী ঝাঁকে, ঝাঁকে।
সবাকারে বিমুখিল আপনি পাদপ,
কর-পল্লব-তাড়নে; তাড়ায় যেমতি,
বাজ, বজ্র-নখাঘাতে, যবে সর্প পশে
নীড়ে, নাশিতে শাবকে। নারিল বসিতে
কেহ সে ফুল উপরি, দৈবের নির্বন্ধে;
দৈবের নির্বন্ধে, যথা, পঞ্চাল নগরে,
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য, লক্ষ নরপতি।
তবে কতদিনে, আইল ভ্রমর-রাজ
কৃষ্ণবর্ণ দেহ, সুলম্বিত ষট-পদ,
আইল তরুর তলে, উড়ি বায়ু ভরে,
গাইল আপন গুণ,—গুণ গুণ রবে,
গুণ গুণ রবে, যথা, সুমাধব মাসে।
নাহি নিবারিল দ্রুম, দ্বিরেফে বসিতে,
বিকসিত পুষ্পদামে, মানব-বাঞ্ছিত।
সাদরে সঁপিল, ফুল রতনে, যতনে,

মধুকর-বর-করে, বরি বর-ভাবে,
অমনি বসিল অলি, প্রসূন উপরি।
হাসিয়া ফুটিল ফুল—পরিমলাকর!
মৃদুল বায়ু-হিল্লোলে, কাঁপিল, দুলিল,
দোলে যথা পতি-কোলে, নব-বিবাহিতা-
বালা, বাসর-আসরে। চমৎকার পরিণয়!
বরষিল, পুষ্পাসার অমরের দলে;
বরষে যেমতি বারি, বারিদ-শ্রাবণে।
গগনে হাসিল চাঁদ নবীন নীরদে।

না জানি শয়ন ত্যজি উষা কালে।

(১)

না জানি শয়ন ত্যজি উষা কালে,
হেরিলাম আজি কাহার বদন।
কি জানি কপালে, কি দুঃখ ঘটিবে,
ঘন, ঘন নাচে রে, বাম-নয়ন।

(২)

যা থাকে ললাটে হউক আমার,
তাহে দুঃখ নাহি, হে অন্তরযামি !
কিন্তু এ মিনতি, তোমার চরণে,
সুখে রাখ, যারে ভাল বাসি আমি।

(৩)

হেন মতে, কত অমঙ্গল-রাশি,
ভাবিতে, ভাবিতে করিনু গমন,
যথায় দাঁড়ায়ে, কি দিবা, যামিনী,
হেরি, শশি-মুখি ! তব সুবদন।

(৪)

অদূরে অমনি সহসা বাজিল,
ঝুনু, ঝুনু রবে নূপুরের ধ্বনি ;
সে ধ্বনি পশিল, শ্রবণে আমার,
চাহি চারি দিকে চমকি অমনি।

(৫)

হেরিনু নয়নে, যে রূপ-মাধুরি,
আর কি সে রূপ হবে দরশন ?

আর কি আমার হবে হেন দিন,
হাসিব, হাসিলে সে চারু বদন ?

(৬)

আহা কি শোভিল, সে সুন্দর তনু,
হরিত-বরণ-বসনে আবরি,
কি সে ছার শোভা, উপবন মাঝে,
পাদপ-পল্লবে, গোলাপ সুন্দরি !

(৭)

হায় রে ! যেমনি, মোহিনীর বেশে,
মোহিলা মুরারি, সুরাসুর মন।
তেমতি, সাজায়ে আজি বর বপু,
নয়ন-রমণী রমিলা নয়ন।

(৮)

জননি-কমল-কর-যুগ ধরি,
চলিলে সুন্দরী, মরাল গমনে,
সঙ্গিনী, স্বগণে, সঙ্গে চলে আজি,
সজল-লোচনে, কেন সুলোচনে ?

(৯)

উঠিলে নৃ-যানে ; জননী তোমার,
আদরে অধর, করিল চুম্বন।
হায়, মরি, যেন স্থাণূর সদনে,
পাঠায় রে, মেনা, উমা প্রাণ-ধন !

(১০)

তুলিলা শিবিকা, চলিল বাহক ;
ফিরে নারী-বৃন্দ, নিজ নিজ ঘর,
অনিমিষ নেত্রে হেরি নরযান,
যত দূর হলো দৃষ্টির গোচর ।

(১১)

জানিনু রে ! এবে, তাই বুঝি মম,
সঘনে নাচিল, রে বাম নয়ন !
ওই যায় আজি প্রাণের প্রতিমা,
তুষিতে তাপিত-পতি-প্রাণ-মন।

(১২)

আঁধার গগন, ভুবন আঁধার,
নয়নের তারা হলো অদর্শন।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়িল নাসিকা ;

ছল, ছল জলে পুরিল নয়ন।

একটী পাখির প্রতি।

(১)

সুনাদি-বিহঙ্গ, গগন-বিহারি !

বিকম্পিত-পাখা, বিমানে বিস্তারি,

যাও হে! ত্বরায়,

বসিয়ে যথায়,

প্রেয়সী আমার বাতায়ন-ধারে।

(২)

দূত-বর-পদে বরিনু তোমারে,

আমার বারতা কহিও তাহারে ;

নিকটে আমার,

আসিয়া আবার,

দিও সু-সংবাদ, শ্রবণ যুড়ায়ে।

(৩)

গা'ও পাখি তথা মধু-মাখা-স্বরে,
যতনে মোহিও সে মন কুহরে,
জগ-মন-লোভা,
স্বভাবের শোভা,
প্রশংসিয়া গান ধরিও স্থতানে।

(৪)

পরিচয় তব, কহিও বামায়,
কে তুমি, তোমারে কে কোথা পাঠায়,
কিসের কারণ,
কর বা গমন,
সবিশেষ সুধামুখীরে সুধাও!

(৫)

বন্দি সে চরণ-অরবিন্দ-দ্বয়,
ভেটিবে প্রিয়ারে, লহ সুহৃদয়!
তাহাকে দিবার,
কি আছে আমার,
নয়নের নীর দিও উপহার!

(৬)

যাও হে আশুগ! যাও আশুগতি,
জিজ্ঞাসো যোষিতে এ মম মিনতি,—
সে কি একেবারে,
ফেলেছে আমারে,
কালজ-কান্তার বিস্মৃতির পথে।

(৭)

হায় রে বিস্মৃতি! তোর ভ্রমময়,
পথে পড়ি যত মনুজ-হৃদয়,
ভুলে ভূত কথা,
ভবিষ্যতে যথা;
তেমতি, প্রেয়সী ভুলিলা আমায়?

(৮)

আর কি জনমে হবে না কখন,
তার সনে, অভাগার দরশন?
এই কি আমার,
প্রেম-প্রতিমার,
জনমের মত হলো বিসর্জ্জন?

(৯)

এই কি রে! ছিল, কপালে লিখন ;
না হতে প্রণয়, বিচ্ছেদ ঘটন ?—
হায়! বিধাতার
এ কোন বিচার,
সুধা দেখাইয়া দিলেন গরল!

(১০)

বিধাতার দোষ দিই বা কেমনে ?
এ চাতুরী খেলিয়াছে সে ললনে।
আসিব ত্বরায়,
বলিয়া আমায়,
গেছে কতদিন আইল না ফিরে।

(১১)

গলা ধরি প্রিয়া কহিত আমার,
তোমা বিনা সব হেরি অন্ধকার।
জিজ্ঞাসিও তারে,
এবে কি প্রকারে,
অধীনেরে ছাড়ি সুখে হরে কাল।

(১২)

যাও, হে বিহগ! পবন-গমনে,
কি ফল বিফল বল বিলম্বনে?
এই উপকার,
কর হে আমার,
সজীব কর এ জীব-শূন্য হিয়ে!

বিলাপিনী।

(১)

হে সুন্দরি! তব দুঃখ হেরিয়া নয়নে,
কে না ভাসে দুঃখ-সরে, এ মর-ভুবনে?
কাঁদিছে প্রকৃতি সতী, তব দুঃখে ধনি,
সম্বর সম্বর খেদ, সুধাংশু-বদনি!

(২)

নাহি কুজে পিক, শুক আদি পাখি যত,
অধোমুখে শাখে বসি কাঁদে অবিরত,

ছাড়িল ময়ূর নৃতি, তব দুঃখে দুঃখী,
সম্বর সম্বর খেদ, ইন্দীবর-মুখি !

(৩)

তব দুঃখে কাতরা, কাঁদিছে কাদম্বিনী,
বারি-বরিষণ-ছলে ভিজায়ে মেদিনী ;
নিরখি নীরদে, নাহি ধায় চাতকিনী,
সম্বর সম্বর খেদ, মধুর-ভাষিণি !

(৪)

তটিনী, তরঙ্গ মালা উজান বহিয়ে,
কল কল কলে যায় দুঃখ প্রকাশিয়ে ;
মলয় পবন আর বহে না গগনে,
সম্বর সম্বর খেদ, হে বাম নয়নে !

(৫)

নাচে না পত্রিনী আর বিটপি-শাখায় ;
বিষাদে কানন-শোভা কুসুম শুকায়।
তব দুঃখে মুদে মুখ সলিলে নলিনী।
সম্বর সম্বর খেদ ওগো বিনোদিনি !

(৬)

কাননে, কানন-দেবী করেন রোদন,
আঁখি-নীরে ভাসে, হেরি তব সুবদন।
অম্বরে আবরে মুখ, শশী, দাক্ষায়নী,
সম্বর সম্বর খেদ, কুরঙ্গ-নয়নি!

(৭)

পাষাণ হইতে তব কঠিন হৃদয়,
নয়ন-আসারে, এবে হের আর্দ্র হয়!
জবা-ফুল-সম, হলো লোচন-যুগল,
সম্বর সম্বর খেদ মুছ অশ্রু-জল।

(৮)

ভিজিল সবার হিয়া, তব আঁখি-জলে,
বিনা তব হিয়া—জল পড়িল যে স্থলে।
রাখ এ মিনতি—মান ত্যজলো মানিনি!
সম্বর সম্বর খেদ, যায় যে যামিনী!

প্রণয়িণি-পরিণয়ে।

(১)

পরিণয়-কুঞ্জ-কানন-মাঝারে
কে তুমি সুন্দরি, যৌবন-মুকুল ?
পিতা প্রসূতির আদরের ধন,
চারু-লতিকার চারু-তর ফুল!
দেখাতে, মানবে বুঝি সুর-বালা-রূপ,
সৃজিল তোমারে ধাতা, আদর্শ স্বরূপ।

(২)

দিনে, দিনে যথা শশধর-কলা,
বাড়ে সিত-পক্ষে সুকিরণময়।
তেমতি, বর্ণিনি! তব বর বপু,
শোভিছে ক্রমশঃ যৌবন-সময়।
দিনে, দিনে হেরি তব রমণি-আকার,
রমণী—কুসুম, গন্ধ—যৌবন তাহার।

(৩)

কেমনে বর্ণিব, ও রূপ-মাধুরী,
অভাগা-লেখনী, সদাই অক্ষম!

এ হেন সুকবি কে আছে জগতে,
ও রূপ, স্বরূপ বর্ণিতে সক্ষম ?
আছে কি ভাষায়, হেন কমনীয় বাণী,
ও কোমলাঙ্গীর, হয় রূপের বাখানি ?

(৪)

আবার বসন্ত, আইলে ধরায়,
কুজিবে যখন পিক-বর-কুল,
নব কিসলয় নাচিবে শাখায়,
আঁমোদ ফুটিবে পরিমল-ফুল !
শোভিবে প্রান্তর যবে, হরিত বরণে,
সাজিবে প্রকৃতি সতী নূতন ভূষণে।

(৫)

ঘুরিলে বৎসর, কালের নিয়মে,
চারু-তর-কান্তি কান্তিবে তোমার,
নারিবে স্বভাব দিতে সে তুলনা,
ও রূপ তুলনা ও রূপ তোমার !
যৌবন-রাজ্যেতে তুমি হলে অধীশ্বরী,
জীবন মরণ মম, তোমাতে সুন্দরি !

(৬)

যে সাজে সেজেছে, আজি সীমন্তিনি !
প্রেমিক হৃদয়ে রহিল খোদিত।
আবার মোহিনি-মুরতি, মহীতে,
মোহিতে মানবে বুঝি উপনীত।
আপনি মুকুতা-ফল, উজলে কিরণে,
কি কায মণ্ডিয়া তাহে, নিকৃষ্ট কাঞ্চনে।

(৭)

এ হেন সুন্দরী, লভিবে যে নর,
এ জগতে তার সফল জনম!
জগতের সার-সুখ-ভোগী সেই
সুখী মধ্যে সুখী, সেই সুখিত্তম !
এ সুখ-রজনী, তার হৃদে, আমরণ,
দিবসে, প্রহরে, পলে হইবে স্মরণ।

(৮)

কিন্তু, এই দিনে, হায়, এইক্ষণে,
অভাগা-হৃদয়ে, যে শেল বিঁধিল ;
এ জনমে, তার ঘুচিবে না ব্যথা,

জীবনের তরে এ জ্বালা জ্বলিল !
এতদিনে, ভাঙ্গিল রে সুখের স্বপন !!
জীবনে মরণ, মম, মরণে জীবন !!!

অসতী নারী।

(১)

অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার ?
কেমনে পরিলি গলে, গাঁথি কলঙ্কের হার ?
কি দোষে বল পতিরে,
তেয়াগিলি অভাগিরে !
কেমনে বা দিলি কালি, কুলে পতির পিতার ?
পতি বিনা কিবা গতি, আছে ভবে অবলার ?
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার ?

(২)

জননি-গরভ হতে, যবে ধরায় পতিত,
যার স্নেহাসারে তোর কায়া-লতা কুসুমিত,
সে মায়েরে না চিনিলি,

কুলে জলাঞ্জলি দিলি,
আজি সে জননি-আঁখি ভাসে জলে অনিবার!
এই কি রে দিলি শোধ জননি-জঠর-ধার?
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার?

(৩)

যে জনক হতে তুই, এ জগত হেরিলি;
লাজের কুলিশ তারে অনায়াসে হানিলি!
মনে বড় পেয়ে ব্যথা,
বসিয়াছে হেট মাথা,
ক্রোধে অন্ধ হয়ে বিশ্বে দেখে সব অন্ধকার!
তোর তরে, লোক মাঝে, মুখ না দেখায় আর!
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার?

(৪)

কত যে যাতনা সয়ে, তোরে করিল পালন,
রে নারকি! পিতা, মাতা সব হলি বিস্মরণ?
ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি জন,
আত্মীয়, কুটুম্বগণ,
কি ভাবিবে মনে, তারা, ভাবিলি না একবার?

কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, অবাধে হইলি বার !
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার ?

(৫)

যৌবনে, যাহার কাছে, প্রেম-শিক্ষা পাইলি,
সে প্রেম-গুরুর, এই কি দক্ষিণা শোধিলি ?
যতনে জনক তোর,
বান্ধিয়া বিবাহ ডোর,
তোর করে, করে ধরি, করে সঁপিল যাহার ;
কেমনে পালালি, ছাড়ি সে ডোর, কর তাহার?
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার ?

(৬)

তোর প্রতি, যে পতির ছিল এত অনুরাগ ;
আদরে, আদরে তোর যেই বাড়ালে সোহাগ।
যার মনে ছিল জ্ঞান,—
তুই প্রাণ, তুই ধ্যান।
আজি হলি অন্তর্ধান, সে কোল করি আঁধার !
কুল-বধূ হয়ে এই, করিলি কি কুলাচার ?
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার ?

(৭)

নয়ন-অন্তরে কভু রাখিত না যেই জন,
যে ভাল বাসিত, সদা তোর প্রেম-আলাপন,
তার প্রেম না ভাবিলি,
পর প্রেমেতে মজিলি,
অযশের ধ্বজা তুলি দিলি, নামে আপনার!
অপবাদ লোকালয়ে, এই লাভ হলো সার!
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার?

(৮)

রমণীর এক-গুরু পতি, এই নীতি সার,
সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব ধর্ম্মে, জগতে আছে প্রচার!
সে পতি, হের নয়নে,
বসিয়া অধোবদনে,
এ সুখ-সংসার-মাঝে, সকলি ভাবে অসার!
এই কি রে হলো শোধ জনমে পতি-সেবার?
অরেরে অসতি নারি, একি তোর ব্যবহার?

মানব-জীবন।

(ইংরাজী হইতে।)

(১)

আকাশ হইতে যথা, তারার পতন।
কিম্বা শূন্যে, উৎক্রোশের যথা পলায়ন।
কিম্বা মধু আগমনে,
শোভে যথা তরুগণে,
নব নব পল্লবে ভূষিত।
অথবা উষা সময়ে,
পতিত নীহার চয়ে,
শোভে যথা রজত নির্ম্মিত।

(২)

অথবা তরঙ্গ যথা, পবন তাড়নে।
কিম্বা যতক্ষণ বিম্ব, বিরাজে জীবনে।
মানব-জীবন-ধন,
রহে অতি অল্পক্ষণ,
দিবাকর-কর যথা দিবে।

বঞ্চিত হইয়া সুখে,

পড়িবে বিষম দুঃখে,

কাল নিশা যবে আবরিবে।

(৩)

জলবিম্ব না রহিল বায়ু বাহিরিতে।

বসন্ত-বিটপি-শোভা শুকাইল শীতে।

প্রভাকর-তেজ পেয়ে,

লুকাল নীহার চয়ে;

শুন্য হতে নক্ষত্র পড়িল।

বিহঙ্গম অদর্শন,

সব হলো বিস্মরণ,

বিনা,—পূর্ব্বে নর জন্মেছিল!

শ্মশান-ভূমি।

(১)

যে কালে নিরখি, হে শ্মশান-ভূমি!

তোমারে নয়ন দ্বয়ে।

অমনি বিন্দুশঃ, বর্ষে বারি-ধারা,
আঁখি হতে, গাল বয়ে।

(২)

সুদীর্ঘ-নিশ্বাস, বহে নাসা-পথে,
হুতাসেতে ঘন ঘন।
বিষম শোকের কুলিশ-আঘাতে,
বিদরে হৃদি তখন।

(৩)

হেন জ্ঞান হয়, আপনি করুণা,
হইয়ে মূরতি-মতি।
বিরাজেন মম হৃদয়-আগারে,
শোক প্রকাশিতে সতী।

(৪)

চিন্তি মনে মনে, মানব-কুলের
কপালে, এ আছে লেখা।
কেহ না, কখন পারিবে লঙ্ঘিতে,
মৃত্যুর বিষম রেখা।

(৫)

প্রভাকর-নীচে, জীবে যত জীব,
সবারে মরিতে হবে।
কালে, কালে লয় সকলি পাইবে,
কিছু নাহি রবে ভবে !

(৬)

ভীষণ-কালের ভীষণ-গরাস,
তুমি, রে শ্মশান-ভূমি !
নিয়তের ফেরে, একে, একে, একে,
সবারে গ্রাসিবে তুমি।

(৭)

পুরাকালে যারা ছিল বর্ত্তমান,
গেছে তব গ্রাসে সবে।
এবে আছে যারা, ভবিষ্যতে পুনঃ,
তাদের (ও) উদরে লবে।

(৮)

কত নরপতি, কত মহাবীর,—
দেব-সম যশোধাম।

যাদের কীর্ত্তিতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ধরা,
এবে আছে সুধু নাম।

(৯)

যে সকল গুণী, জ্ঞানী, ধনী, মানী,—
শাস্ত্রে, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
কত যোগী, ঋষি, ধার্ম্মিক, সুধীর,—
যাহারা, ঈশ-জানিত।

(১০)

কত বাল, বালা, যুবক, যুবতী,
বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, গর্ভগত।
তোমার ভীষণ গরাসে পড়িয়া,
সকলে হয়েছে হত।

(১১)

কি রাজা, কি প্রজা, পণ্ডিত, পামর,
কি অধীর, কি সুধীর,
কি সুখী, কি দুঃখী, কি সাধু, অসাধু,
কি ভীরু, কি মহাবীর,

(১২)

কি রোগী, কি ভোগী, কি বলী, দুর্ব্বলী,
কিবা ধনী, কি কাঙ্গাল,
কেহ না কখন পেরেছে, পারিবে,
ভাঙ্গিতে তব জাঙ্গাল।

(১৩)

বরঞ্চ অবাধে, মানব-নিকর
পশিছে তোমার মুখে।
তুমি ও অমনি সর্ব্ব-গ্রাস-রূপী,
গিলিছ সবারে সুখে।

(১৪)

কোন দেব হতে, কহ, হে শ্মশান,—
সর্ব্ব-প্রাণি-সুখ-হর!
কত পুণ্য-ফলে, কোন যোগ-বলে,
লভিলে এ হেন বর।

(১৫)

যত পার তত, ফেলিছ বদনে,
তবুও পুরে না গ্রাস।

কি বর্ণিব তব বীভৎস মহিমা,—
মানব কুলের ত্রাস !

(১৬)

নিতি, নিতি, কত শব-তনু ধরি,
কোলে শুয়াইছ তুমি।
একারণে তোমা, কহে বুধগণে,
শবের শয়ন-ভূমি।

(১৭)

স্থানে, স্থানে, কত স্তবকে, স্তবকে,
ধূ ধূ জ্বলে চিতানল।
কেহ ভস্মীভূত, কেহ অর্দ্ধ-দহ,
কাহার বা ঢালে জল।

(১৮)

আশে পাশে ভ্রমে, মাংসাহার-লোভে,
কত কুকুর, শৃগাল।
অস্থি-মাংসাহারী শকুনি, গৃধিনী,
হাড়-গেলা, পালে পাল।

(১৯)

উড়িছে, পড়িছে, ছুটিছে, দ্বন্দিছে,
খাইতে সকলে শবে।
যে যারে পাইছে, খেদাইছে দূরে,
সম-লোভী জীব সবে।

(২০)

এত কালে নর, এত যে যতনে,
বর্দ্ধিত করিল কায়া।
মুহূর্ত্তেক কালে, সকলি ফুরাল,
না রহিল মাত্র ছায়া।

(২১)

আসিয়া জগতে, কিছু দিন তরে,
এই হলো পরিণাম।
শ্মশান-ভূমির করাল-শয়নে,
করিতে হলো বিরাম।

(২২)

কি কব শ্মশান! ও তব চরিত,
কি কব ভাগ্যের কথা!

সময়ে সকলে, তোমার গরাসে,
পড়িবে যে আছে যথা।

(২৩)

আগত যাহারা শ্মশান-ভূমিতে,
দহিবারে শব দেহ।
কালেতে আবার, তারাও পুড়িবে,
কেহ আগে, পিছে কেহ।

(২৪)

এই যে রে আমি, বসিয়ে এখন,
গাইতেছি তব গান।
কালেতে আবার, তাদের মতন,
করিবে মোর বিধান।

(২৫)

বিষম-কালের বিষম-কুঠার,
বারেক পরশে যারে।
অমনি তাহার হরি প্রাণ-বায়ু,
জীব শুন্য করে তারে।

(২৬)

জানিলাম সার, এ সংসার-মাঝে,
সকলি অসার-ময় !
মৃত্যুই কেবল, এক বস্তু ভবে,
যারে হেরি সুনিশ্চয় !

(২৭)

সে মৃত্যুর তুমি, ভীষণ-গরাস
স্বরূপ, শ্মশান-ভূমি !
কি ছার মানব ডরিবে তোমাকে,
ভয়ের ভয়, হে তুমি !

শুন রে মনুজ।

(১)

শুন, রে মনুজ !
বাঁধি দুই ভুজ,
একদা ভানুজ,
লয়ে যাবে বলে।

করি নিবেদন,
তবে কি কারণ,
ধরম সাধন,
না কর সকলে।

(২)

জেনেছ কি মনে,
এ জীবন ধনে,
রাখিবে যতনে,
চিরকাল তরে।
সুরম্য রমণে,
নাশিয়া জীবনে,
পাইবে জীবনে,
ভেবেছ অন্তরে।

(৩)

তাহা যদি হবে,
বন্য পশু সবে,
কেন নাহি রবে,
ইহ পরকাল।

জেন এ সংসার,
পাপ-পারাবার,
হইবারে পার,
ধর ধর্ম্ম-হাল।

(৪)

রিপু ছয় অরি,
গ্রাহ রূপ ধরি,
এ জীবন তরী,
আসে গিলিবারে।
রিপু রিপুগণ,
করহে দমন,
ভীম প্রহরণ-
ধৈর্য্য অস্ত্র ধরে।

(৫)

দুরন্ত, প্রবল,
দমি, রিপু-দল,
ধরমেরি বল,

কর, হে, প্রকাশ!
ধর্ম্মে হলে রতি,
পাইবে ভকতি,
ভক্তিতে মুকতি,
ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(৬)

এই বেলা নর!
চিত্ত স্থির কর,
আর এর পর,
পাবে না সময়!
ভাব, সেই জন,—
জগত কারণ,
সৃজন পালন,
যে করেন, লয়!

বিসর্জ্জন।

(১)

একি শুনি অকস্মাৎ,

বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ,

রমণি-নিনাদ-ধ্বনি, সহসা উঠিল রে!

বিষম শোকের শেল কাহারে বাজিল রে!

(২)

না জানি কি বা বিষাদে,

কাহার কামিনী কাঁদে,

সুধীরা,—অধীরা এবে শোকের আঘাতে রে!

বিষম শোকের শেল কে পারে সহিতে রে?

(৩)

এতেক ভাবিয়া, আহা!

শুনিনু শ্রবণে যাহা,

কেমনে এ মুখ, হায়, সে কথা কহিবে রে!

কেমনে লেখনী মম, সে লেখা লিখিবে রে!

(৪)

হায় রে! যে নাম ধরে,

ক্রন্দনিছে নারী নরে,
শুনিয়া সহসা তনু শোকে অবসিল রে!
অমনি নয়নে নীর বিন্দুশঃ বর্ষিল রে!

(৫)

কাতরে কামিনীগণ,
বিনায়ে করে রোদন,
আকাশ ভেদিয়া রব, হৃদয়ে বাজিল রে!
জনমের মত দুঃখ, মরমে ব্যথিল রে!

(৬)

বুঝিনু বিধাতা বাম,
তাই আজি শুনিলাম,
এ হেন অশুভ ধ্বনি, এ পাপ শ্রবণে রে!
স্বপনে, যে কথা কভু ভাবি নাহি মনে রে!

(৭)

আগে কে জানিত হায়,
ঘটিবে এমন দায়?
অকালে, চূত মুকুল কীটকে কাটিবে রে।
মাধবে, মাধবী লতা শুকায়ে মরিবে রে।

(৮)

হায় রে, যে মুখশশী,
সতত বিরলে বসি,
নয়ন-চকোর মম সুখে নিরখিত রে।
কাল-রাহু চির-গ্রাসে, সে আজি পতিত রে।

(৯)

আহা! এ বিশ্বমাঝার,
সকলি হেরি অসার,
আঁধার জগত, বিনা সেই প্রেমময়ী রে!
কেনা জানে অমা-নিশা ঘোর-তম-ময়ী রে!

(১০)

আজি এ অশুভক্ষণে,
হারালেম প্রাণ-ধনে,
এ কুদিন হৃদে মম খোদিত রহিল রে!
নিদয় বিধাতা যাহা আজি বিধানিল রে!

(১১)

আজি নিশি, গ্রহ সহ,
তব নিয়তে বিগ্রহ,

ভীষণ-কালের চক্র, সতেজে ঘুরিল রে!
হেলে তব প্রাণ-বায়ু ইঙ্গিতে হরিল রে!

(১২)

ওরে রে দুরন্ত কাল!
জীব হিংসি চিরকাল,
দুর্ব্বৃত্ত! তবু এ বৃত্তি, নিবৃত্তি হল না রে!
এ বিশ্ব গ্রাসিতে বুঝি, করেছ বাসনা রে!

(১৩)

অরে দুষ্ট, দুরাচার!
তোর সম পাপী আর,
দ্বিতীয় এ সৃষ্টি মাঝে, দৃষ্টি নাহি হয় রে!
সর্ব্ব-অন্তঃকারী লয়, তোতে হবে লয় রে!

(১৪)

হা প্রিয়ে, হা প্রাণধন,
হায় হৃদয়-রতন!
অধীনে ছাড়িয়ে, আজি, কোথা পালাইলে রে!
মনি হীন অঙ্গুরীয় আমাকে করিলে রে!

(১৫)

আহা ! সে হসিতানন,

সে অধর, সে নয়ন,

জনমের মত আর, পাব না দেখিতে রে ?

ধরায় ধরে না স্থান এ দুঃখ রাখিতে রে !

(১৬)

হায়! সে সরস-মুখে,

কমল-নয়ন সুখে,

আছিল ; সহসা কেন, অকালে মুদিল রে ?

এই ত মধ্যাহ্ন-ভানু, গগনে ভাতিল রে !

(১৭)

হা সরলে, হা সুন্দরি,

প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরি !

উন্মিলি নয়ন-যুগ বারেক নিরখ রে !

তোমার বিহনে, সবে সহিছে কি দুঃখ রে !

(১৮)

হোথায় জনক তব,

হেরি তব তনু শব,

শোকে জ্ঞানশূন্য প্রায় হাহাকার করে রে!
বলে একি সর্ব্বনাশ আজি মোর ঘরে রে!

(১৯)

হের তব জননীরে,
ভাসিছে নয়ন-নীরে,
আকুল শোকেতে, ভূমে পড়ি লুটাইছে রে!
কভু তব মৃতদেহ কোলেতে টানিছে রে!

(২০)

ভগিনী, সঙ্গিনীগণ,
আর যত পুরজন,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, সবাই কাঁদিছে রে!
শোকের তুমুল ঝড় ও গেহে বহিছে রে।

(২১)

স্বধু আজি তব লাগি,
সবার মন বিবাগী,
বারেক মেলিয়া আঁখি, এ দুঃখ ঘুচাও রে!
জনক জননী শোক অনল নিবাও রে!

(২২)

এত যে রোদন বল,
সব কি হবে বিফল,
আর কি জগতে, তুমি ফিরে না আসিবে রে ?
কহ সবাকার স্নেহ কেমনে ভুলিবে রে ?

(২৩)

ছাড়িয়ে এ ভব সুখ,
পাসরি সবার মুখ,
কি দুঃখে চলিলে, প্রিয়ে ! বারেক বল না রে !
অভাগা-হৃদয়ে আর দিওনা যাতনা রে !

(২৪)

সে সুন্দর তনু আহা !
রাখিলে যতনে যাহা,
এত দিন, স্পন্দ-হীন রহিয়াছে এবে রে !
প্রহরেক গতে, সুধু ভস্মরাশি হবে রে !

(২৫)

এ জন্মের মত হায় !
হারাইনু রে তোমায় ;

কিন্তু, প্রিয়ে ! শেষ-দেখা বারেক হল না রে !
এই চির-দুঃখ হৃদে, মরিলে যাবে না রে !

(২৬)

এত দিন যার তরে,
সুখ ছিল এ অন্তরে,
সে হইল অন্তর্ধান ! সে সুখ ফুরাল রে !!
প্রেমের প্রতিমা, আজি বিসর্জ্জন হল রে !!!

শ্যামালতা।

(১)

আগে কে জানিত বল ?—
এত মধুর সৌরভ,
বিরাজে, লো শ্যামালতে !
তোর চারু প্রসূনে।
কে জানে ও শ্যাম-বপু
পূর্ণিত এত গুণে !

(২)

এত দিন অবহেলে,
নাহি ভ্রমিতাম কভু,
লো লতিকে! তোর তলে,
ফুল রাশি চয়নে।
ভাবিতাম গন্ধ নাহি
ও কুসুম রতনে।

(৩)

এবে হেরি নিরন্তর,
মাতিয়া মধুপ কুল,
মধুপান আশে তোরে,
সুখে করিছে পরশ।
ভ্রমে কি কুসুমে অলি,
না থাকিলে মধুরস?

(৪)

জানিলাম এই বারে,
শুকালে মাধবী লতা,
তুই ফুল-কুল-রাণী.

এ কানন মাঝারে।
তাই সদা অলি কুল,
যশঃ গায় ঝঙ্কারে।

(৫)

কি শোভা ধরেছ লতে !
বেড়ি দীর্ঘ তরু-বরে,
ফুটায়ে প্রসূন রাশি,
আমোদিয়া কাননে।
ঢাকিয়াছ শ্যাম অঙ্গ,
সিত পুষ্প বসনে।

(৬)

হায়, যথা নীলাকাশে,
নিবীড় অমা নিশীথে,
অসংখ্য তারকা রাজি,
বিরাজে সুশোভনে !
কিম্বা জোনাকির পাঁতি,
নিশা কালে কাননে,

(৭)

তেমতি সেজেছ আজি,
ওলো ফুল-কুলেশ্বরি!
মধুর এ মধু মাসে,
মধুময় ভূষণে।
সোহাগে পাদপে বেড়ি,
পতি প্রেমালিঙ্গনে।

(৮)

মৃদুল অনিল তোর,
লুটিয়া যে পরিমল,
বিতরিছে দিশি দিশি,
জগ-মন মোহিতে।
কার না বাসনা বাসে,
সে সুবাস সেবিতে।

(৯)

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে,
আসি হেথা সযতনে,
তুলিব কুসুম-রাশি,

মন সাধ মিটিয়ে।

যত দিন রবে ফুল,

তোর বৃন্তে ফুটিয়ে।

(১০)

এবে জানিলাম তোর,

বরণ শ্যামল বটে,

কিন্তু পরিমলালয়,

তোর চারু প্রসূনে !

কে না জানে বঙ্গনারী,

ভূষিতা কতগুণে !

কোকিল।

(১)

স্বাগত, বসন্ত-সখা! সুমধু-মাধবে,
মধুর গায়ক তুমি, মধু-দূত-বর!
আইস সুখদ-কুঞ্জ-কানন-ভিতর,
গাও হে, মধুর গীতি, কুহু কুহু রবে।

(২)

বিগত প্রকৃতি সতী, নিহার নেহারি,
সাজায়েছে বনস্থলী, মধু আগমনে,
পল্লবে, মুকুলে, ফলে, প্রসূনে, যতনে
ভেটিতে তোমারে, ওহে বিপিন-বিহারি!

(৩)

শুনিতে বাসনা বড় আছে, পরভৃত!
ও তব মধুর স্বর, কাকলী লহরী,
ধর হে, পঞ্চমে তান, সুরে কুঞ্জ ভরি,
যুড়াক শ্রবণ, শুনি সংগীত-অমৃত।

(৪)

বহে যবে, মৃদু-মন্দে মলয়-পবন,
আকুল, বকুল বাসে, যবে অলিকুল,
বৃন্তে, বৃন্তে, ফুটে যবে পরিমল-ফুল,
তখনি ও কুহুরব, করি হে, শ্রবণ !

(৫)

একটী প্রশন জিজ্ঞাসি, হে পিকবর !
এ বড় আশ্চর্য্য কথা জাগে মোর মনে ;—
কহ দেখি পিকরাজ ! জানিলে কেমনে,
এসেছে বসন্ত ঋতু, ঘুরেছে বৎসর ?

(৬)

আছে কি তোমার কেহ কাল প্রবোধক ?
কিম্বা তুমি হও দ্বিজ,-জ্যোতিষে নিপুণ ?
না জানি ও শ্যাম-অঙ্গে, ধর কত গুণ ;
গুণের সাগর তুমি, নিকুঞ্জ-নায়ক !

(৭)

আইস বিহগ-কুল-গায়ক-প্রবর !
গগনের ছাদ ভেদি, ধর উচ্চতান।

গাও হে আনন্দে, মধু-সুমঙ্গল-গান।
তোষহ জগত মন শ্রবণ-কুহর।

(৮)

তোমার আশ্বাসে এবে, যতেক বিহঙ্গ,
গাইছে প্রকৃতি-গুণ, পুরিয়া গগন ;
বারেক ঝঙ্কার তুমি, কাঁপায়ে কানন,
মাতিবে জগত-জীব, জাগিবে অনঙ্গ।

(৯)

নিরথ প্রান্তর মাঝে, বট-বৃক্ষ-তলে,
গোপাল বালক, যথা গো-পাল পালিছে ;
তুলিয়া কুসুম কলি, মালিকা গাঁথিছে ;
অনুকরনিছে তব স্বর, শীশ-ছলে।

(১০)

কিন্তু, আমি জানি যবে ফুরাবে বসন্ত,
তুমিও তখনি, পাখি! করিবে প্রয়াণ।
থাকিবে মধুর সনে, গাবে মধুগান ;
আমা সবাকারে বঞ্চি বসন্ত-সামন্ত!

(১১)

হে কোকিল! তব কুঞ্জ সদাই হরিত;
তোমার অম্বরে, নীল বিরাজে অনন্ত,
তব বর্ষে নাহি শীত, সকলি বসন্ত;
সদাই গাইছ সুখে,—মন হরষিত।

(১২)

হায় রে, এ সুখ যদি থাকিত আমার
অন্তরে; তাহলে এই কাব্যের কাননে,
ঢালিয়া কবিতামৃত, কোবিদ-কুহরে,
গাইতাম, তব সম করিয়া ঝঙ্কার!

উজ্জয়িনী পুরী।

অয়ি উজ্জয়িনী পুরি! শুনিয়াছি লোক
মুখে, রাজচক্রবর্ত্তী রাজা, রাজ-কুল-
মণি, বিক্রম-আদিত্য রায়, ছিল তব
পতি ;—যাহার প্রতাপে, গো শার্দ্দূলে পীয়ে
বারি, থাকি এক ঘাটে,—সুখে, অবিরোধে।
হায় কোথায় সে পতি তব ?—যার সভা-
মাঝে সর্ব্বদা বসিত, নব-কবি-কুল-রত্ন।
নব রতনের সভা, বলি জানে সবে।
ভূতলে অতুল সভা—পণ্ডিত মণ্ডলী!
কোথায় সে কালিদাস, কবি-চূড়া-মণি ?—
বাগদেবি-বর-পুত্র বলিত যাহারে,
ভারত-নিবাসী-গণে ; যার কাব্য-সুধা
সদা পানে, 'অমর হইনু' মানে যত
ইউরোপ কোবিদে ; মূঢ় আমি কি আর
বর্ণিব তারে ?—আপনি বীণাপাণি, যার
কণ্ঠে কাব্য-মালা হাসি দুলাইলা! হায়!

কোথা তব বিজ্ঞ-বর বররুচি এবে ?—
কোথা বা বেতাল ? কোথা বরাহমিহির,
ভারতে যাহার জ্যোতিঃ, জ্যোতিষে নিপুণ ?
কোথায় অমরসিংহ, মহা-কোষ-কার ?
কোথা ধন্বন্তরী, তব কোথা ক্ষপণক,
শঙ্কু, ঘটকরপর—কুলাল পণ্ডিত ?
হায় রে কোথায় আজি সে নব রতন,
যাদের যশের জ্যোতিঃ উজলিল পুরী ;
তাই গো, ভারতে তুমি উজ্জল নগরী।

হায় ! এবে কাল-গ্রাসে পড়িয়াছে সবে ?—
বড়ই কুটিল কাল—ভীষণ মুরতি,
যারে পায় ধরে তারে, না মানে বারণ ;
স্তুতি বাদ, বিশ্বনাশী না শুনে শ্রবণে ;
রুষ্টি, তুষ্টি, সমভাব এ দুষ্টের কাছে।
এ হতে নির্দ্দয় কেবা আছে এ জগতে ?—
বিধাতা স্বজেন সৃষ্টি, কাল করে নাশ ;
কালেরে নাশিতে বিধি সর্ব্ব শক্তিমান,
আপনি অশক্ত ! -- আর কি অধিক কব !

বিধির বিধানে কাল, সর্ব্ব-হর ভবে !
ওরে রে দুরন্ত কাল ! জিজ্ঞাসি রে তোরে,
হলো না কি তোর মনে মায়ার সঞ্চার,
হরিবারে নরেশ্বর বিক্রম-আদিত্যে,—
যে জন অপরিসীম বিদ্যা বুদ্ধি বলে,
স্থাপিলা অমর-কীর্ত্তি, ভারত-ভিতরে,
লভিলা সুন্দরী নারী, গুণে গুণবতী,
ভানুমতী সতী, রূপে—রতি বিনিন্দিতা ?
পুনঃ উজ্জয়িনী পুরি ! সম্ভাষি তোমারে ;
যদিও কালের গ্রাসে পড়ি পুরাকালে,
নিহত হয়েছে তব সুসন্তান যত
ধার্ম্মিক, সুধীর, সুধী, শূর, গুণী ধনী,—
যাদের যশের গীতি, গায়িত সুতানে,
সীমা হতে সীমান্তরে, মানব নিকর।
কি দুঃখ তাহাতে, এবে, তাদের বিহনে ?—
যদি এবে তব ভূমি, আগেকার মত
প্রসবিত সুত—দেব সম যশ ধাম,
উজলি ভারত ভূমি, উজলি পৃথিবী।

বুঝেছি উজ্জ্বলপুরি, বুঝেছি সকলি
কালের বিগ্রহ!—দুষ্ট কালের বিগ্রহে
জনমে শৃগাল-শিশু, সিংহীর গরভে!
ধিক্ রে কালেরে ধিক্ শত কোটী ধিক্!
যে কালে পূরিত আজি উজ্জয়িনী পুরী,
সন্তান অধমতম,—অধর্ম্ম-আচারী,
অধীর, পামর, ভীরু, নিগুর্ণী, কাঙ্গালে।
যদিও পশ্চিম খণ্ডে উচ্চতম তানে,
(কাঁপাইয়া ঈশ্বরের অটল আসন,)
নবীন বিজ্ঞান গায় উন্নত সংসারে,—
প্রতিদিন পৃথিবীর উন্নতি হইছে,—
বানরে মানব জন্ম, মানবে দেবতা।
সে কথা অনৃত হেরি এ অবন্তী পুরে।
হেথায় ক্রমশঃ নর পায় অধোগতি!
হেথায় জনমে এবে কালের প্রভাবে,
দেবেতে মানব যোনি, মানবে বানর!
ধন্য রে কালের গুণ বলিহারি তোরে!
যে কাল প্রভাবে আজি মহাকাল শিব,

যাঁহার মন্দিরে পশি কত মহা যশা,
ঢালিত যতনে পূত-জাহ্নবীর বারি,
বিভূতি, চন্দন, বিল্বদল, ফুল রাশি,
পূজিতে পার্ব্বতীনাথে, যত পুরবাসী
লভিবারে ইষ্টবর, ইষ্টদেব হতে।
হায় রে সে মহাকাল, স্থধু কাল গুণে,
বিগত মহিমা এবে অবন্তী নগরে!
তাই বলি উজ্জয়িনি! নাহি তব দোষ।
সকলি কালেতে হয়, সব যায় কালে;
কালেতে সৃজন হয়, কালেতে প্রলয়;
কালেতে উন্নতি হয়, কালে অবনতি;
কাল-চক্রে স্থখ দুখ ভুঞ্জিছে নিয়তি।

নিদ্রা।

(১)

হে নিদ্রা, হে জীব-কুল-বিরাম-দায়িনি!
বৃথা সাধিছ আমারে;
আজিকার মত আঁখি হবে না মুদিত,
দেবি! বিদায়ি তোমারে।

(২)

জান না কি যে কুদৃশ্য হেরিয়াছে আজি,
পোড়া নয়ন আমার?
জাগিয়া কাঁদুক স্বধু, ত্রিযামা যামিনী,
তবে হবে প্রতিকার।

(৩)

না জানি কাহার মুখ, হেরিল নয়ন,
আজি নিদ্রা অবসানে,
তাই রে, জনম-শোধ হল না হেরিতে,
আহা, সে চাঁদ বয়ানে।

(৪)

সুখের তরণী আজি ভেঙ্গেছে আমার,
কালের কুলিশ ঘায়,
ডুবিল অভাগা মন, অমনি অতল
শোকের সাগরে, হায়!

(৫)

কি কায নিদ্রায় আর, কি সুখ তাহাতে,
হায়! সে জন বিহনে?
যাও নিদ্রা! সাধিও না, ঘুমাব না আজি,
নিশি যাবে জাগরণে।

(৬)

হায় রে, সে নিরুপম সুধাংশু বদন,
ভাবি বসিয়া বিরলে,
কাঁদিব নীরবে একা, ভিজিবে শয়ন,
অভাগার অশ্রু-জলে।

(৭)

কাটায়েছি কত সুখে, পড়ে কি হে মনে,
কত মধুর যামিনী?

সাধিতে নয়নে নিদ্রা ! বৃথা সে সময়ে,
ওগো, শ্রান্তি-নিবারিণি !

(৮)

একদিন বিদায়েছি ভাসি কত সুখে,
নিদ্রা ! বাসর আসরে ;
আজি, আর এক দিন, বিদায়ি তোমারে,
ডুবি শোকের সাগরে।

(৯)

চতুর্দ্দশ বর্ষ, নিদ্রা ! পশ নাহি যথা,
দেব লক্ষ্মণ লোচনে।
একটী দিনের তরে, অধম মানবে,
দেবি, সেধ না যতনে !

(১০)

জানি আমি, তব ক্রোড়ে করিলে শয়ন,
হবে শোক নিবারণ।
কায নাহি তাহে,—আমি জাগিয়া কাঁদিব;
সুখ—শোকেই এখন !

গরবিনী।

(১)

বৃথা এ আয়াস তব, গরবিনী বালা,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, ভেবেছ ললনে!
ধরিবে যতনে, হায়! এ মন-পাখিরে,
ও হৃদে, এ মন ধরা দিবে না শোভনে!

(২)

তবে কেন গরবিনি! কেন বৃথা আর,
হৃদয়ের সুখ শান্তি করিবে গো, নাশ?
কেনই বা দু-নয়নে, ফেল অবিরল,
অশ্রু-ধারা? তব প্রেমে নাহি মম আশ।

(৩)

কেঁদ না গো গরবিনি! মুছ আঁখি জল;
দুরন্ত সমাজ-রিপু হাসা'ও না আর।
ভাল বাসি বলে তোমা, কহি এই কথা,
তব দুঃখে বহে, মম নয়নে আসার।

(৪)

জানি আমি এ কথা শুনিলে, তুমি কবে।
'সত্য যদি মোরে, তুমি ভালবাস মনে ;
তবে কেন মোর সনে না কর প্রণয় ?'
তাহার উত্তর এই শুন স্ববদনে ;—

(৫)

যে দেশে, জনম মোরা লয়েছি সুন্দরি !
সে দেশে, বুঝেনা কেহ, প্রণয় কি ধন।
সে পোড়া দেশের, হায় ! পোড়া দেশ-বাসী,
প্রেমিকের নাম শুনি, কহে কুবচন।

(৬)

প্রেম যে, পরম নিধি, বিধি-দত্ত ধন,
এ কথা, এ বঙ্গদেশে, বুঝাইব কারে ?
কে বুঝিবে ?—বঙ্গভূমি, প্রণয় বঞ্চিত।
বুঝাইলে বুঝিবে না ; নিন্দিবে আমারে !

(৭)

তাই বলি গরবিনি ! ত্যজ প্রেম-আশা ;
হৃদয়ে প্রণয়-বীজ কর না রোপণ।

কালেতে, ফলিবে তাহে বিষ-ময় ফল ;
বিফল হইবে আশা, বিফল যতন।

(৮)

কেন বৃথা আর, মনে ভাল বাস মোরে,
কেনই বা মম লাগি, ভিজাও মেদিনী ?
তোমাতে আমাতে, কভু, হবে না মিলন ;
মিটাও, মনের আশা মনে, গরবিনি !

(৯)

আমিও ভেবেছি শুভে ! এ ভব-সংসারে,
প্রণয় কাহার সনে, করিব না আর।
জনমের মত প্রেমে, দিনু জলাঞ্জলি ;
তুমিও আমারে, মনে ভেব না 'আমার !'

কুমারী।

(১)

কে তুমি সরলা বালা, এ শৈশব কালে,
প্রকাশি রূপের ছটা, আবরি সবারে,
হাসিছ, খেলিছ সুখে, সঙ্গিনী স্বদলে?
হীরক কণিকা, যথা, বালুকা মাঝারে।

(২)

কিবা সুললিত আঁখি, হরিণী-নিন্দিত,
গোধূলির তারা প্রায়, পলকে জ্বলিছে।
কিবা ওষ্ঠাধর, যেন হিঙ্গুল মণ্ডিত,
হাসিয়া সবার মন, হেলায় হরিছে।

(৩)

সুগোল কপোল, আহা, কিবা সুকোমল,
গোলাপের দাম জিনি বরণ সুন্দর।
আহা কিবা চারু ভূরু—উপমা বিরল:
ললাটের শুভ্র-কান্তি জগ-মনোহর।

(৪)

নিবীড় চাঁচর কেশ, দুলিয়া পবনে,
আবরিলে মুখ তব, কি শোভা সুন্দর।
স্বকরে চিকুরে যবে, সরাও যতনে,
মেঘ হতে মুক্ত যেন, পূর্ণ শশধর।

(৫)

মরি কি মাধুরী, বালা! চলনে তোমার,
নিপুণা নর্ত্তকী-নৃত্য, তুলনা না হয়।
তব কণ্ঠ-স্বর যেন, বাজে বীণা তার,
নিশ্বাসে সুরভি, তব নাশা-পথে বয়।

(৬)

কিন্তু এ মাধুরী, সব সরলতা ময়!
চাতুরী ও হৃদে, কভু করেনি প্রবেশ।
খেলিছ আমোদে, সদা সরল হৃদয়,
স্বপনেও নাহি জান, রাগ, হিংসা, দ্বেষ।

(৭)

সাত বার দিনকর ঘুরিয়াছে রথে,
আনন্দে হেরিতে তব কমল বদন।

আর সাত বার ঘুরি, গগনের পথে,
কত সুখী হবে, তোমা হেরিলে তপন।

(৮)

বালিকা বয়স বলে, আজিও শিখ নি,
যতনে রাখিতে, তব বপু সুকুমার।
তথাপি অতুল শোভা, জ্বলে যথা মণি,
স্বভাব সৌন্দর্য্যগুণে, খনির মাঝার।

(৯)

সদাই হসিতানন, হেরি গো তোমার,
কুঞ্চিতের রেখা নাহি, ললাট উপরে।
নাহি জান শোক, দুঃখ, না জান সংসার,
ভাবনা দুরন্ত কীট, পশে নি অন্তরে।

(১০)

তাই ও বদন খানি এতই সুন্দর,
প্রফুল্ল কমল যথা, সরের উপরে।
যখনি প্রবেশ বালা, গৃহের অন্তর.
প্রভায় পূরে গো, পুর, যেন রবি-করে।

(১১)

না জানি কালেতে, কোন ভাগ্যবান জন,
এ হেন রূপের রাশি, বন্ধন করিবে,
পরিণয় ডোরে ;—হেরি তোমার বদন,
আপন জনম, মনে সফল মানিবে।

(১২)

আবার তোমার লাগি, সহস্র অন্তর
পুড়িবে মরমে সদা, নিন্দিবে নিয়তি।
বস্তুতঃ মানব-কুলে, ধন্য সেই নর,
উজ্জ্বলিবে পুরী যার তুমি রূপবতী !

(১৩)

শুন, গো সরলা বালা, কবির বচন,
পেয়েছ সু-রূপ রত্ন, বিধাতার বরে ;
এ হতেও আছে, এক অমূল্য রতন,
সতীত্ব,—যতনে রেখ হৃদয় ভিতরে।

(১৪)

রূপ, ধন, কি যৌবন, সতীত্ব বিহনে,
রমণীর কে আদরে ?—কিবা আছে আর ?

কুরূপা কামিনী মান্যা, সতীত্বের গুণে !
অসতী রূপসী নারী, নারী-কুল-ছার !!

কান্তা-বিয়োগে।

(১)

কে কবে যে কত দুঃখ অভাগা-হৃদয়ে,
আজিকার দিনে, প্রিয়ে ! তোমার বিহনে ?
অন্তরে যে কত জ্বালা, কি জানাব কয়ে,
শোক অনল দহনে ?

(২)

হায় রে এ দুঃখ মম, কে শান্তিবে আর,
তোমা বিনা, তুমি মম শান্তি প্রদায়িনী,
আছিলা সুন্দরি ;—এবে কোথা রে আমার,
চলি গেলা প্রণয়িনী ?

(৩)

আজি গো কুদিনে আহা নিয়তের ফেরে,
সম্বরিলা ভবলীলা সুখদ-যৌবনে ;

অভাগা জনম শোধ, সে তনু না হেরে,
প্রাণ ধরিবে কেমনে ?

(৪)

হায় রে, যে কাল নিশা, এ হেন প্রভাত
প্রসবে, তাহার গর্ভ কাল তমোময় !
কুদিন সে দিন হলো যে দিন নিপাত,
মম হৃদয়-হৃদয় !

(৫)

কোথা সে কোমল তনু, সুপবিত্র স্নেহ,
সরল হৃদয়, রূপ—অতুল ভুবনে ?
কোথা বা পাষাণ হৃদি, পাষাণের দেহ,
আমি বেঁচে সে বিহনে ?

(৬)

কেমনে কহিব হায়, সে দুঃখ কাহিনী,
ভাষার ভাণ্ডারে নাহি যে শবদ মণি,
কেমনে গাঁথিব গাথা, হৃদি বিদারিণী,
যাহে ভিজিবে ধরণী।

(৭)

হায় রে, কোথায় আজি সে প্রেম প্রতিমা,
নাচিত ধমনী বেগে যাহার পরশে ?
যে ধন পাইয়া ছিল কতই গরিমা,
আহা আমার মানসে !

(৮)

আজি সে অমূল্যনিধি, কোথায় লুকাল ?
কোথায় খুঁজিলে পাব, কে সন্ধান কবে ?
পড়েছে কালের গ্রাসে, ভীষণ করাল !
আর, খুঁজিয়া কি হবে ?

(৯)

হা প্রিয়ে ! পালালে তুমি ত্যজি এ ধরণী,
কনক-লতিকা বপু, হলো ভস্মাকার
চিতার অনলে ; হিয়া জ্বলিল অমনি,
শোক-অনলে আমার।

(১০)

মৃতদেহে, জ্বালা তুমি নারিলা জানিতে,
ভুগিব এ জ্বালা, আমি হৃদে আমরণ।

আমারে ভুলিলে, কিন্তু, তোমারে ভুলিতে,
আমি নারিব কখন!

(১১)

যত দিন রবে মম দেহ, প্রাণ ধরি ;
যত দিন রবে মম, নয়নে আসার ;
তত দিন বরষিবে তোমাধনে স্মরি,
তুমি, এখনো আমার।

(১২)

তোমার সদৃশ যদি রূপে গুণে পুণঃ,
রমণী-রতন এক, দেন মোরে স্বভু।
তথাপি তোমার চির বিরহ দারুণ,
নারি ভুলিবারে কভু।

(১৩)

যত দিন ছিলে প্রিয়ে! আমা দোঁহাকার
আছিল সুখের দিন তোমার মিলনে।
এবে সে দুখের দিন রহিল আমার,
সুধু তোমার বিহনে!

(১৪)

হায় রে! সে সব দিন, সে সুখের দিন,
ফুরায়েছে এবে আহা, জনমের তরে।
জীবন-তরঙ্গ তব হয়েছে বিলীন,
আহা কালের সাগরে।

(১৫)

হায় রে, শশাঙ্ক আর পুর্ণিমা তিথিতে;
হায় রে, মাধবে আর মলয় পবন;
আগেকার মত এবে নারিবে করিতে,
তব আনন্দ বর্দ্ধন!

(১৬)

আর নাহি জলদের গভীর গর্জ্জনে,
চমকি ভাঙ্গিলে নিদ্রা নয়ন মেলিয়া,
সভয়ে বেড়িবে মোরে নিশার শয়নে,
বাহুলতা পসারিয়া!

(১৭)

এবে সে সকল কথা প্রেমের আধার,
স্মরিলে শোকের সিন্ধু, ত্রিগুণ উথলে।

বিদরে হৃদয়, বহে নয়নে আসার,
যবে বসি গো বিরলে !

(১৮)

যে শয্যায় আজি প্রিয়ে, করেছ শয়ন,
অভাগা বাসনা বাসে শুইতে সে খানে।
তব স্বপ্ন-হীন-নিদ্রা ভাবি গো, যখন,
হিংসা হয় মম মনে।

(১৯)

মম আশা-মৃণালেতে, তুমি কমলিনী,
বিকসিতা ছিলে, হায়, সহসা ফেলিল,
উপাড়ি কালের ঝড় তাহারে অমনি,
আশা মৃণাল(ও)ডুবিল।

(২০)

হায় রে, বিধির বিধি কে পারে বুঝিতে ?—
যে বিধির বিধি, কীট ফুল্ল-কোকনদে,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ, কাল-গরল ফণীতে,
সদা বিপদ সম্পদে।

(২১)

তাঁহারি বিধানে আজি অনুপম রূপ,
   ষোড়শী যুবতী বালা, প্রেমের আধার,
লুটায় ধরণীতলে! ধন্য বিশ্ব ভূপ!!
   ধন্য তব সুবিচার!!!

(২২)

প্রেমময় নাম তব শুনি সুধীমুখে,
   সে নামে কলঙ্ক ভবে হেরি চিরকাল।
নতুবা অসংখ্য নর কেন মন দুঃখে,
   ফিরে প্রেমের কাঙ্গাল?

(২৩)

হা সরলে! তব মধুমাখা আলাপনে,
   গেঁথেছিলে ভালবাসা সবার অন্তরে।
আত্মীয় স্বজন বর্গ, তোমার বিহনে,
   এবে কাঁদে তোমা স্মরে।

(২৪)

যদি ও কালের গ্রাসে তব বপু বর,
   অন্তর হয়েছে পড়ি নয়নে সবার।

কিন্তু তব রূপ গুণ, স্মৃতির অন্তর,
কভু হবে না কাহার।

(২৫)

বরঞ্চ সবার হৃদে স্নেহের অনল,
অধিক, জ্বলেছ প্রিয়ে, যৌবন মরণে।
আলোকে উজ্জ্বল-তর গগন মণ্ডল,
যথা নক্ষত্র পতনে।

(২৬)

কিন্তু এই দুখ হৃদে আমরণ রবে,
করি নাহি তব সনে প্রেম আলাপন,
মন সাধ মিটাইয়ে ; কে জানিত হবে,
তব অকাল মরণ।

(২৭)

অতুল আনন্দ হত আমার অন্তরে,
নলিনী নিন্দিত মুখ নিরখি নয়নে ;
বহিত শোণিত বেগে ধমনী ভিতরে,
তব বদনচুম্বনে।

(২৮)

যে কালে সুন্দরি, তব সুকেশিনী মাথা,
যতনে রাখিয়া মম উরস উপরে,
কহিতে কোমল মৃদু-ভাষা হৃদি-গাঁথা,
হাসি মধুমাখা স্বরে।

(২৯)

কি এক কেমন সুখ হায় রে তখন,
হইত অন্তরে মম, কি কহিব আর ?
হায় রে কোথায় মম সে সুখ এখন,
কোথা তুমি বা আমার ?

(৩০)

কিছু কাল তরে আসি সংসার আসরে,
অভিনয় করি গেলে আপন মতন,
জীবন লীলায় তব জনমের তরে,
হলো জবনী পতন।

বিদ্যুল্লতা।

(১)

কে তুমি সুন্দরি, ধারাধর ধারে,
মাঝে মাঝে আসি দেহ দরশন ?
দেবী কি দানবী, কিম্বা বিদ্যাধরী,
না পারি চিনিতে তুমি কোন জন !

(২)

নীলোৎপলদল-বরণ জলদ
ছাইল গগন, ঘনাঞ্জন রাশি,
প্রভাকর-প্রভা হলো অদর্শন,
তিমিরে আবৃত তিমির বিনাশী।

(৩)

তৃষিত চাতক গগন-বিহারী,
জল-ভর-নত হেরি জলধরে,
আশু বারিধারা বরিষণ আশে,
চাতকিনী সনে উড়িল অম্বরে।

(৪)

বিস্তারি কলাপ, মাধব ভূষণ,

লম্বিত, কম্পিত, কভু বা উর্দ্ধিত ;

অম্বুদ-নিস্বনে, নাচে তালে তালে,

সুখে শিখী শাখে শিখিনী সহিত।

(৫)

গরজে জীমূত গভীর গর্জ্জনে,

সে শবদে নাদে মদকল করী।

প্রতিদ্বন্দি-ধ্বনি ধ্বনিল কন্দরে,

মহানাদে ভয়ে পালায় কেশরী।

(৬)

পালায় স্বাপদ করি আর্ত্তনাদ,

যত বনচর, কাননে পশিল।

শুনিয়া সে ধ্বনি নিদ্রাগত শিশু,

জননীর কোলে সভয়ে জাগিল।

(৭)

বরষিল বারিধারা বারিধর,

ভিজিল যতেক পাখি পুচ্ছ পাখা।

সুকাল বিহগ লতার মণ্ডপে,
তরুর কোটরে ছাড়ি তরু শাখা।

(৮)

বহে বেগে প্রভঞ্জন ভীম স্বনে,
ঘোর মড়মড়ে ভাঙ্গে তরু ডাল,
উড়ে লতা, পাতা, ফল, ফুল, কলি,
উড়িল যতেক কুটীরের চাল।

(৯)

নির্ম্মল সলিলে উঠিল হিল্লোল,
কাঁপিল কমল, দুলিল, ছিঁড়িল;
পালাইল ভৃঙ্গ, রাজহংস কুল,
তোয় ত্যজি তটে ত্বরায় উঠিল।

(১০)

বাড়িল তরঙ্গ সাগরে সরিদে,
হাহাকার রবে ডুবিল তরণী।
নিরুদ্দেশে, দেশে পতি পুত্র শোকে,
কাঁদিল রমণী জনক জননী।

(১১)

মরিল বায়স, প্রবল বাতাসে,
কোটরে উলুক-কুল পুলকিত।
গৃহে গৃহী দ্বার গবাক্ষ রোধিল,
রাজ-পথ যত কর্দ্দমে ব্যাপিত।

(১২)

আঁধার গগন, জগত আঁধার,
নাহি চলে দৃষ্টি, নাহি চলে পাদ,
না হেরে অদূরে, আশ্রয়ের স্থান,
প্রান্তরে পথিক গণিল প্রমাদ।

(১৩)

এ হেন প্রলয়ে, ঘন-বর-পাশে
বিরাজিছে ওগো, ওই কোন সতি!
কেমনে মানব চাব ওঁর পানে,
কহ মা কমলবাসিনি ভারতি!

(১৪)

গাও বীণাপাণি মধুর-ভাষিণি!
সুমধুর স্বরে মধুর সংগীত,

যাহার শ্রবণে গৌড় জনে যেন,
মধুময় ভাবি হয় পুলকিত।

(১৫)

অদিতি-নন্দিনী, জলদ-রমণী,
ওই বিদ্যুল্লতা সুর-বিনোদিনী,
রূপে অনুপমা এ তিন ভুবনে,
সতী পতি-প্রাণা পতি-সোহাগিনী।

(১৬)

এক দিন রামা পতির পারশে,
আলোকিয়া দিক, বসিয়া আছে,
জলদের পানে চাহিতে চাহিতে,
ক্রমশঃ ঘেঁসিয়ে আসিল কাছে।

(১৭)

নব জলদের রূপের ছায়াটী,
পড়িল তড়িৎ হৃদয়-পরে,
হৃদি সরোবরে কমল যুগল,
শিহরি নাচিল প্রেমের ভরে।

(১৮)

বহিল শোণিত শিরায় শিরায়,
ঈষৎ লোহিত হইল আঁখি।
মনপিঞ্জরের খুলিল দুয়ার,
উধাও হইল প্রণয়-পাখি।

(১৯)

না পারি থাকিতে প্রণয়েরি ভরে,
ঢলিয়া পড়িল পতির গায়।
হাসিয়া জলদ যতনে অমনি,
কোলেতে টানিয়া লইল তায়।

(২০)

এলো থেলো চুল, হাসিয়া ঘেরিল,
বাহু-লতা-যুগ জলদ গলে,
খসিয়া পড়িল নীবির বসন,
কোটি দেশ হতে নিতম্ব-তলে।

(২১)

সে তনুর আভা, অনুপম দ্যুতি,
দ্যুতিল অমনি জলদ-গায়।

ঢাকিল মেঘের শ্যামল বরণ,
শোভিল যেন গো, সোনার কায়।

(২২)

সে ভাতি ভাতিল গগন ব্যাপিয়া,
সহসা জগত আলোক ময়।
দিগদিগন্তরে মরামর জীব,
চমকি মুদিল নয়নদ্বয়।

(২৩)

সে ছটা ছুটিল অমর নগরে,
বাসব-লোচন ধাঁধিল তায়;
চকিতের তরে দশ শত আঁখি,
একেবারে মুদি আবার চায়।

(২৪)

দেখিল বাসব সুদূর নিম্নে,
খেলিছে জলদ গগন তলে;
তার কোলে শোভে রমণী একটী,
কৌস্তুভ যেমতি মাধব গলে।

(২৫)

মোহিত রূপেতে সহস্র-লোচন,
না পড়ে পলক, সুধুই চায়।
দেখিতে দেখিতে দামিনী মুরতি
পিড়ীত হইল মদন ঘায়।

(২৬)

ভাবিল হৃদয়ে,—হেন রূপ রাশি,
কেমনে জলদ পাইল, হায়!
একি বিধাতার বিধি অবিচার,
মধুর রসাল বায়সে খায়?

(২৭)

ধিক রে আমায়, আমি সুরপতি,
বঞ্চিত যখন এ হেন ধনে!
ধিক রে আমার অমরতা ধিক!
কি সুখ বাঁচিয়া এ নারী বিনে?

(২৮)

যা ভাবে ভাবুক দেবতা নিচয়,
যা বলে বলুক ধরায় নর।

নীরবে কাঁদুক শচী পুলোমজা,
কপালে হানিয়া কোমল কর।

(২৯)

আজি এ রূপসী অতুল ত্রিদিবে,
ধরিব যতনে হৃদয় মাঝে।
যেমনে পারিব কে করে বারণ,
অমর-নগরে এ দেবরাজে।

(৩০)

এতেক ভাবিয়া চলিল দেবেশ,
হৃদয়ে উঠিল প্রণয়োচ্ছ্বাস।
কুসুমেষু স্বরে শিহরিল তনু,
ফেলিল একটী দীরঘ শ্বাস।

(৩১)

অদূরে বাসবে সহসা নিরখি,
নমিল নীরদ প্রভুর পায়।
লাজেতে চপলা পতি-কোল হতে,
বদন ঢাকিয়া পলায়ে যায়।

(৩২)

যাইতে যাইতে কোমল করেতে,
নীবির বসন অাঁটিয়া পরে।
চলিতে চপলা চপল গতিতে,
বায়ুর আঘাতে বসন সরে।

(৩৩)

বসন সরিত তনুর ছটায়,
সহসা জগত আলোকময়,
মদন-মোহিত বাসব আবার,
চমকি মুদিল নয়নচয়।

(৩৪)

অন্তরিক্ষ হতে বাছিয়া বাছিয়া,
ধনুকে জুড়িয়া কুসুম শর,
জ্বর জ্বর করি বজরী হৃদয়ে,
বিঁধিল হাসিয়া মনোজ স্মর।

(৩৫)

অধীর বাসব মদন পীড়নে,
জলদের সনে কিছু না কয়ে,

ধাইল অমনি দ্রুততর পদে,
যে পথে দামিনী পালায় ভয়ে।

(৩৬)

দেখি তুরাসাহে ধাবিত, তড়িৎ
মেঘ হতে মেঘ আড়ালে যায়,
এদিক ওদিক ছুটিয়া দিবেশ,
তবুও তাহারে খুঁজে না পায়।

(৩৭)

কামেতে, লাজেতে, ক্রোধেতে, কুলিশী
দশ দিক হেরে আঁধারময় ;
কভু রোষাভাষে, কভু তোষাভাষে,
গদ গদ স্বরে বচন কয়।

(৩৮)

সে কি দেয় কাণ কামীর বচনে,
সতীত্ব যাহার হৃদয়ে আছে,
অঙ্গুলি নাড়িয়া, পালায় চপলা,
ছুটি শচীপতি ধাইছে পাছে।

(৩৯)

না পারি ধরিতে বামারে তখন,
সরোষে সুরেশ ধরিল বাজ।
দিকে দিকে দিঙনাগ শিহরিল,
দেখি দেবেশের ঘৃণিত কাজ।

(৪০)

কড় কড় কড়ে গরজে বজর,
জগত কুহরে লাগিল তালা,
সভয়ে চমকি হোঁচট খাইয়া,
পড়িল গগনে চপলা বালা।

(৪১)

উঠিয়া চঞ্চলা লুকাল অমনি,
যেখানে পাইল মেঘের আড়।
না হেরে তড়িতে ফিরিল অশনি,
বিফল হইল দধীচি হাড়।

(৪২)

মহাকোপে শোকে গরজে জলদ,
ধ্বনিল কন্দর, শবদে ভার,

রমণীর দুখে হৃদয় গলিয়া,
বহিল ধারায় নয়নাসার।

(৪৩)

ভিজিল পাহাড়, ভিজিল বিটপী,
জলেতে পূরিল মেদিনী-তল,
ভিজিল যতেক পাখি পশুকুল,
জলাশয়ে যত বাড়িল জল।

(৪৪)

রোষে আরক্তিম আঁখি আখণ্ডল,
বার বার বাজ সবলে হানে,
কাঁপিলা প্রকৃতি, কাঁপিলা বসুধা,
উপজিল ভয় ভুধর প্রাণে।

(৪৫)

পশিল শবদ শচীর শ্রবণে,
সভয়ে অমনি শিহরে কায়া,
'কেন নাথ আজি হানে এত বাজ,'
ভাবিল হৃদয়ে দেবেশ-জায়া।

(৪৬)

পুনঃ কি পামর দিতিসুত দল,
স্বরগের দ্বারে দিয়েছে থানা,
তাই দেবরাজ ছাড়ে এত বাজ,
অসুর-হৃদয় করিতে হানা।

(৪৭)

না জানি বিধাতা কোন পাপে মম,
কপালে সুধুই লিখিলা দুখ !
আহা ! দেবেশের একি বিড়ম্বনা,
তিলেক হৃদয়ে নাহিক সুখ !

(৪৮)

নামে সুখী তিনি স্বরগের রাজা,
হৃদে সুধু এই ভাবনা ভয়,—
পাছে কবে কোন অসুর সমরে,
লভে এ স্বরগ করিয়া জয়।

(৪৯)

ভেবে ভেবে তাঁর তনু হলো ক্ষীণ,
তবুও এ সুখে সবার আশ !

যুগে যুগে কত যোগিছে অসুর,
জ্বালায়ে অনল, রোধিয়া শ্বাস।

(৫০)

কি ছার স্বরগ, কায নাহি তাহে,
ছাই তার সুখে!—লইয়ে পতি,
ফিরিব মরতে গুহায় গহনে,
যেখানে দোঁহার যাইবে মতি।

(৫১)

এতেক ভাবিয়া ত্যজি হেমাসন,
প্রাসাদ বাহিরে আইল সতী।
পুষ্কর আসনে করি আরোহণ,
চলিল ত্বরায় যথায় পতি।

(৫২)

হেরিলা অদূরে স্বরগের লোভে,
সাজে নি সমরে অসুর দল।
একাকী বাসব হানিছে কুলিশ,
চারি দিকে মেঘ বরষে জল।

(৫৩)

না পারি কারণ বুঝিতে ইন্দ্রাণী
অমনি নামিল গগন পরে।
ধীরে ধীরে গিয়া বাসবের ধারে,
কহিতে লাগিল মধুর স্বরে।

(৫৪)

'কহ শুনি নাথ কিসের কারণ,
ঘন ঘন আজি হানিছ বাজ।
নাহি ত অসুর নিকটে তোমার,
তবে কেন হেন হে দেবরাজ!'

(৫৫)

লাজেতে কুলিশী ফেলিল কুলিশ
শোভিল অশনি চরণ তলে;
হায় মরি যেন অশোক কুসুম,
পড়িয়া শোভে সে তরুর তলে!

(৫৬)

লাজে মঘবান রহে অধোমুখে,
বদনে না সরে একটী বাণী।

আবার কহিল পুলোম-দুহিতা,
ধরিয়া পতির যুগল পাণি।

(৫৭)

'কোন দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাই প্রাণনাথ না কহ কথা,
অপরাধ যদি থাকে ক্ষম তাহা,
অবলা হৃদয়ে দিওনা ব্যথা।

(৫৮)

এই এতক্ষণ না জানি কাহারে,
কিবা দোষে এত হানিলে বাজ।
কেন এবে দশ শত আঁখি নত,
কেন বা নীরব, হে দেবরাজ?

(৫৯)

দাসী প্রতি যদি থাকে তব দয়া,
অকপটে তবে কহ প্রাণেশ।
এতেক বলিয়া নীরবিলা শচী,
নীরবে রহিলা তবু দেবেশ।

(৬০)

শুনি শচী বাণী ডুবি শান্তি রসে,
সহসা জগত হ'ল নীরব।
আপনি প্রকৃতি পাতিলেন কাণ,
শুনিতে শচীর মধুর রব।

(৬১)

পশিয়া সে ধ্বনি দামিনী শ্রবণে
অভয়িলা তার সভয় প্রাণ।
প্রভা ভাবে,—পড়ি শচীর চরণে,
বাসবের হাতে পাইব ত্রাণ।

(৬২)

এত ভাবি বিভা কহে আর্ত্তনাদে,
'রাখ মা দাসীর সতীত্ব যায়।'
কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পড়িল,
আছাড় খাইয়া শচীর পায়।

(৬৩)

আবার গগন পুরিল আলোকে,
জগতে পড়িল সে রূপ-ছবি,

জাগিল মানব, কুজনিল পাখি,
নিশীথে ভাবিল উদিল রবি।

(৬৪)

সে প্রভার প্রভা না পারি সহিতে,
মুদিল নয়ন কুলিশ-পাণি,
আবরে কমল নয়ন যুগল,
ত্বকর কমলে দেবেশ-রাণী।

(৬৫)

পুনঃ আঁখি খুলি কুঞ্চিয়া ভ্রূযুগ,
মিটি মিটি চাহে পুলোম-বালা;
দেখিল চরণে পড়ে এক রামা,
ত্রিভুবন তারি রূপেতে আলা।

(৬৬)

কাঁদে সে কামিনী, নয়নের জলে
হৃদয় বসন ভিজিয়া যায়;
কভু মাথা তুলি হানে তাহে কর,
কভু বা পড়িছে শচীর পায়।

(৬৭)

উপজিল দুখ শচীর হৃদয়ে,
কোমল পরাণে লাগিল ব্যথা,
চিনিয়া বামারে সাদরে তুলিয়া,
নয়ন মুছায়ে কহিল কথা।

(৬৮)

সম্বর সম্বর অম্বর-চারিণী,
অম্বুদ রমণী কেঁদ না আর!
কি দুখে কাতরা?—এ কোমল হৃদে,
ব্যথিল কে বা সে অধম ছার?

(৬৯)

দেব কি দানব, কিম্বা যক্ষ, রক্ষ,
অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর।
এ কোমল হৃদে যে দিয়েছে ব্যথা,
যে হোক সে হোক অমর মর।

(৭০)

শুন ব্যোমচরগণ মম বাণী,
যদি থাকে মোর ধরমে মতি,

যদি এক জন থাকেন ঈশ্বর,
যদি হন মম পতিই গতি।

(৭১)

আমার শাপেতে না হয় খণ্ডন,
পুনঃ যে বা পরশিবে এ তড়িতে,
অমনি এ সতী-সতীত্ব-অনলে,
তখনি তাহারে হইবে পুড়িতে!'

(৭২)

শুনি শচী বাণী আনন্দে অমনি,
দামিনী অধরে আসিল হাসি।
সম্বরি নয়ন-আসার পুলকে,
আবার নাচিল মেঘের রাশি।

(৭৩)

শুনি শাপ বাণী হতাশ হৃদয়ে,
শুকাল অমনি বাসব মুখ,
ক্ষোভে সুরপুরে ফিরিল সুরেশ,
তাঁর সনে গেল দামিনী দুখ।

(৭৪)

না পারি বুঝিতে বাসব ব্যভার,
বিস্ময়ে পৌলোমী ভাবিল মনে,—
এত সাধিলাম তবু কেন নাথ,
না কহিল কথা আমার সনে ?

(৭৫)

কেনই বা মোরে সাথে নাহি লয়ে,
একাকী গেলেন অমরপুর ?
না পারি বুঝিতে, কি যে ভাব মনে
জাগে, তাই আজি এত নিঠুর।

(৭৬)

এত ভাবি শচী ফেলিল নিশ্বাস,
বিশাল লোচনে আসিল জল ;
গদ গদ স্বরে কহিল তড়িতে,
পতির ভাবেতে হৃদি বিকল।

(৭৭)

'যেও একদিন অমর ভুবনে
এ কাহিনী তব শুনিব আমি,

বসিয়া বিরলে পারিজাত তলে,
এবে যাই যথা গেলেন স্বামী।'

(৭৮)

এত বলি শচী পুষ্কর আসনে
উঠিল ; দামিনী নমিল পায় ;
নমিল জলদ ; চলে দেবরাণী,
যেই পথ ভিতে বাসব যায়।

(৭৯)

আবার জলদ হাসিল গগনে,
আবার দামিনী হাসিল পাশে,
হায় যেন ব্রজে মাধবের বামে,
মাধব-মোহিনী দাঁড়ায়ে হাসে।

(৮০)

আবার দোঁহার হৃদয় সাগরে.
প্রণয় উচ্ছ্বাস উথলে উঠে,
আবার দোঁহার শিরায় শিরায়,
সবেগে শোণিত বহিল ছুটে।

(৮১)

নিরখি নীরদ চপলা চরিত,
আনন্দে ভাসিল দামিনী-পতি।
কেনা জানে কত সুখ স্বামী হৃদে,
রূপসী রমণী হইলে সতী।

(৮২)

সেই দিন হতে ভাবিল বাসব ;—
শচীর বচন হবে না মিছে,
যখনি হেরিব দামিনী মুরতি,
তখনি তাহার ধাইব পিছে।

(৮৩)

মাঝে মাঝে তারে দেখাইয়া ভয়,
হানিব কুলিশ ; পালালে ধনী,
সে তনুর ছায়া ক্ষণেক ধরিবে,
এ মম সহস্র-লোচন-মণি।

(৮৪)

এর চেয়ে আর কিবা আছে সুখ,
অন্তর ব্যাকুল যে নারী তরে,

সে সুন্দরী যদি দশ শত হয়ে,

উরে গো আমার নয়ন পরে।

(৮৫)

সে অবধি সুরপতি হানে বাজ,

হেরিলে দামিনী মেঘের আড়ে,

ভয়ে সুরবালা পালায়ে অমনি,

বাসবের প্রতি আঙ্গুল নাড়ে।

(৮৬)

সুধু যে অঙ্গুলি-বরণ-প্রভায়,

ত্রিজগত হয় অলোক ময়।

কেমনে সে রূপ ভুবন-মোহিনী,

হেরিবে মানব নয়ন দ্বয় ?

সমাপ্ত।